খসড়া

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ২০২৫

Securities and Exchange Ordinance, 1969 এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ রহিতক্রমে উক্ত অধ্যাদেশ ও আইন একত্রীকরণের মাধ্যমে যুগোপযোগী করিয়া নূতন আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সিকিউরিটিতে বিনিয়োগকারীর স্বার্থ সংরক্ষণ, সিকিউরিটিজ মার্কেট ও ইস্যুর নিয়ন্ত্রণ, সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন, সিকিউরিটিজ লেনদেন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়াবলী বা তদধীনে আনুষঙ্গিক বিধান প্রণয়নের নিমিত্ত যুগোপযোগী করিয়া নূতন আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক; এবং

যেহেতু সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) রহিতক্রমে বাংলা ভাষ্যে নূতন আইন প্রণয়ন এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) রহিতপূর্বক উক্ত অধ্যাদেশ ও আইনকে একত্রীকরণের মাধ্যমে যুগোপযোগী করিয়া নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

অধ্যায়ঃ ১
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন**।- (১) এই আইন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- (ক) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে;

(১) "অধস্তন কর্তৃপক্ষ" অর্থ এমন কোনো আত্ম-নিয়ামক সংগঠন, যাহা এই আইন বা অন্য কোনো আইন বা তদধীন প্রণীত কোনো বিধিমালা বা প্রবিধানমালার বিধান অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক অনুমতি বা ক্ষমতা অর্পিত বা প্রাপ্ত হইয়া নির্ধারিত কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া থাকে;

(২) "অধীনস্থ কোম্পানি (Subsidiary Company)" বলিতে "কোম্পানী আইন, ১৯৯৪" এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (২) এ সজ্ঞায়িত কোম্পানিকে বুঝাইবে;

(৩) "অনুসন্ধান (Enquiry)" অর্থ এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘন সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হইবার পর বা কমিশনের নিজ উদ্যোগে বা তদারকি কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত বা জ্ঞাত তথ্যের ভিত্তিতে এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাথমিক সত্যতা উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্যে কমিশন বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম;

(৪) "অভিযোগ" অর্থ এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনের বিষয়ে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক, লিখিত বা অন্য কোনোভাবে দাখিলকৃত অভিযোগ;

(৫) "অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট (Alternative Investment)" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্তে প্রধানত অ-তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ পদ্ধতি;

(৬) "আত্ম-নিয়ামক সংগঠন (Self-Regulatory Organization)" অর্থ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত বা কর্তৃত্বপ্রাপ্ত এমন কোনো প্রতিষ্ঠান, যাহাকে প্রদত্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কার্যকর করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কোনো সুনির্দিষ্ট কার্যপরিধির ক্ষেত্রে সেবার নিয়ম, মান, প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি তৈরি ও প্রয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে;

(৭) "আর্থিক প্রতিবেদন বা বিবরণী" অর্থ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (৩) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক বিবরণী;

(৮) "ইকুইটি সিকিউরিটি (Equity Security)" অর্থ কোনো স্টক বা হস্তান্তরযোগ্য শেয়ার (সাধারণ বা অগ্রাধিকারযুক্ত) বা মালিকানার প্রতিনিধিত্বমূলক অনুরূপ কোনো সিকিউরিটি (Equity Linked Instrument); পণে বা বিনাপণে এইরূপ সিকিউরিটিতে রূপান্তরযোগ্য অন্য কোনো সিকিউরিটি, বা এইরূপ কোনো সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ বা ক্রয়ের অধিকার বা ক্ষমতাপত্র (warrant); উক্তরূপ ক্ষমতাপত্র বা অধিকার স্বয়ং; এবং যেইরূপ নির্ধারিত হইতে পারে সেইরূপ কোনো সিকিউরিটি;

(৯) "ইস্যু (Issue)" অর্থ কোনো ইস্যুয়ার কর্তৃক কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের নিকট বিক্রয়ের নিমিত্ত কোনো সিকিউরিটি সৃষ্টিকরণ প্রক্রিয়া;

(১০) "ইস্যুয়ার (Issuer)" অর্থ প্রাকৃতিক ব্যক্তি সত্তা ব্যতীত এমন কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো সিকিউরিটি ইস্যু করিয়াছেন বা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন;

(১১) "ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক সিকিউরিটি" অর্থ ইসলামী শরীয়াহ এর আলোকে ইস্যুকৃত বা ইস্যুতব্য কোনো সিকিউরিটি;

(১২) "এক্সচেঞ্জ (Exchange)" অর্থ এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (৩) এ সংজ্ঞায়িত ও এই আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো এক্সচেঞ্জ;

(১৩) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন;

(১৪) "কমিশনার" অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কমিশনের কোনো কমিশনার;

(১৫) "কমোডিটি অপশন কন্ট্রাক্ট (Commodity Options Contract)" অর্থ কোনো চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত দরে ভবিষ্যতে সরবরাহ বা নিষ্পত্তি করা হইবে এমন একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা কমোডিটি ফিউচারস কন্ট্রাক্টের ক্রয় বা বিক্রয়ের কোনো সম্মতি, যাহা কোনো এক পক্ষকে উক্ত পণ্য বা কমোডিটি ফিউচারস্ কন্ট্রাক্ট অন্য পক্ষের নিকট নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামে ক্রয় বা বিক্রয় করিবার অধিকার অর্জন করে; এইক্ষেত্রে ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার অর্জনের জন্য পরিশোধিত মূল্যকে কমোডিটি অপশন কন্ট্রাক্টের "প্রিমিয়াম" হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(১৬) "কমোডিটি ডেরিভেটিভ (Commodity Derivative)" অর্থে কমোডিটি ফিউচারস্ কন্ট্রাক্ট এবং কমোডিটি অপশনস্ কন্ট্রাক্ট অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৭) "কমোডিটি ফিউচারস্ কন্ট্রাক্ট (Commodity Futures Contract)" অর্থ কোনো চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত দরে ভবিষ্যতে সরবরাহ বা নিষ্পত্তি করা হইবে এমন একটি নির্দিষ্ট পণ্যের ক্রয় বা বিক্রয়ের কোনো সম্মতি, যাহা প্রত্যেক পক্ষের মধ্যে উক্ত নির্দিষ্ট মূল্যে চুক্তির দায় পালনে বাধ্যবাধকতা তৈরি করে, এবং যাহা কোনো এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে সরবরাহ, নগদ প্রদান বা সমন্বয় (offset) দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়; এবং কমোডিটি ফিউচারস্ (Commodity Futures) এর বিষয়ে, নিম্নোক্ত অভিব্যক্তিসমূহ "কমোডিটি (Commodity)" হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবে,-

(অ) কৃষিজ, পশু সম্পদ, মৎস্য, বনজ, খনিজ বা জ্বালানি পণ্য এবং উক্ত পণ্য বা পণ্যাদি হইতে উৎপাদিত বা প্রক্রিয়াজাত কোনো পণ্য; এবং

(আ) কমিশন কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত অন্য কোনো পণ্য;

(১৮) "ক্লিয়ারিং (Clearing)" অর্থ সিকিউরিটিজ লেনদেনের জন্য প্রদত্ত ক্রয়াদেশ ও বিক্রয়াদেশ সমন্বয় (Match) সাধনের মাধ্যমে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কর্তৃক সিকিউরিটিজ ও অর্থের দায় নির্ধারণের লক্ষ্যে পরিচালিত যাবতীয় কার্যক্রম, যাহার মধ্যে লেনদেন ব্যবস্থাপনা (Trade management), অবস্থান ব্যবস্থাপনা (Position management), সহায়ক জামানত ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Collateral and Risk management) এবং হস্তান্তর ব্যবস্থাপনা (Delivery management) অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৯) "ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি (Clearing and Settlement Company)" অর্থ এমন কোনো প্রতিষ্ঠান যাহা কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীন শেয়ার দ্বারা সীমিতদায় পাবলিক কোম্পানি হিসাবে নিগমিত, এবং যাহা সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত;

(২০) "ক্লিয়ারিং ও সেটল্‌মেন্ট অংশগ্রহণকারী (Clearing and Settlement Participant)" অর্থ এক্সচেঞ্জে লেনদেনকৃত সিকিউরিটিজের ক্লিয়ারিং ও সেটল্‌মেন্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি;

(২১) "গ্রাহক" অর্থ কোনো বাজার মধ্যস্থতাকারীর সহিত হিসাব পরিচালনাকারী কোনো ব্যক্তি;

(২২) "গ্রাহক হিসাব" অর্থ কোনো বাজার মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক হিসাব ধারকের নামে রক্ষিত হিসাব;

(২৩) "চেয়ারম্যান" অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;

(২৪) "ট্রেক হোল্ডার (TREC Holder)" অর্থ এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (৮) এ সংজ্ঞায়িত "ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট (ট্রেক)" ধারী;

(২৫) "ডেট সিকিউরিটি বা ইনস্ট্রুমেন্ট (Debt Security)" অর্থ এমন সিকিউরিটি যাহা বিনিয়োগকারীর নিকট ইস্যুয়ারের ঋণগ্রস্থতার সাক্ষ্য বহনকারী, জামানতযুক্ত বা জামানতবিহীন, দলিল বা সাক্ষ্যপত্র বা ঋণগ্রস্থতার সাক্ষ্য বহনকারী যে-কোনো দলিল বা পত্র;

(২৬) "তদন্ত (Investigation)" অর্থ অনুসন্ধান প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বা তদারকি কার্যক্রমের ভিত্তিতে বা প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে বা কমিশন নিজ উদ্যোগে এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘন সংঘটিত হইবার বিষয়ে বা এই আইনের উদ্দেশ্যেপূরণকল্পে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কমিশন বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম;

(২৭) "তহবিল" অর্থ এই আইনের ধারা ৫১ এর অধীন গঠিত কমিশনের তহবিল;

(২৮) "তালিকাভুক্তি (Listing)" অর্থ এক্সচেঞ্জ এর ট্রেডিং প্লাটফরমে কোনো সিকিউরিটি তালিকাভুক্তকরণ;

(২৯) "নির্ধারিত (Prescribed)" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৩০) "নিবন্ধিত (Registered)" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা কমিশনের নিকট নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি;

(৩১) "নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানি (Holding Company)" বলিতে "কোম্পানী আইন, ১৯৯৪" এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (৪) এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানিকে বুঝাইবে;

(৩২) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৩৩) "প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ" বলিতে ইস্যুয়ার কোম্পানির ঐ কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে যাহার নিকট হইতে নিবন্ধন সনদ প্রাপ্ত হইয়া সংশ্লিষ্ট ইস্যুয়ার ব্যবসা পরিচালনা করে;

(৩৪) "ফিন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভ (Financial Derivative)" অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে,-

(অ) ডেট সিকিউরিটি বা ইনস্ট্রুমেন্ট, শেয়ার, জামানতসহ বা জামানতবিহীন ঋণ, ঝুঁকি হস্তান্তর দলিল বা অবস্থানের ভিন্নতার চুক্তি (contract for differences) বা অন্য যে-কোনো ধরনের সিকিউরিটি হইতে উদ্ভূত কোনো সিকিউরিটি;

(আ) কোনো চুক্তি, যাহার মূল্য, উহার মূলগত সিকিউরিটির (underlying security) দর (price) বা মূল্য সূচক (index of prices) বা সুদের হার (Interest Rates) বা বিনিময় হার (Exchange Rates) হইতে উদ্ভূত হয়;

(৩৫) "বাজার" বলিতে সিকিউরিটিজ মার্কেটে লেনদেনে অংশগ্রহণকারী বা মধ্যস্থতাকারী, ক্রেতা-বিক্রেতা, লেনদেন কাঠামো ও এতদ্‌সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমকে বুঝাইবে;

(৩৬) "বাজার কারসাজি (Market Manipulation) বা কারসাজি" অর্থে এমন কার্যক্রমকে বুঝাইবে যাহার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি সিকিউরিটিজের চাহিদা ও যোগান নিয়ন্ত্রণ বা অন্য কোনো উপায়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ করিয়া সিকিউরিটিজের মূল্যকে প্রভাবিত করিতে পারে;

(৩৭) "বাজার সৃষ্টিকারী (Market Maker)" অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত নিবন্ধন সনদের ভিত্তিতে কোনো এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে অনুমোদিত সিকিউরিটির বাজার সৃষ্টি (Market Making) কার্যক্রমের জন্য নিযুক্ত থাকেন;

(৩৮) "বাজার মধ্যস্থতাকারী (Market Intermediary)" অর্থ এই আইনের ধারা ২১ অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি;

(৩৯) "বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resolution)" অর্থ অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোনো পদ্ধতি;

(৪০) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৪১) "বিনিয়োগ উপদেষ্টা (Investment Adviser)" অর্থ এইরূপ কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি, যিনি পারিশ্রমিকের (compensation) বিনিময়ে প্রত্যক্ষভাবে, অথবা প্রকাশনা বা লিখনের মাধ্যমে সিকিউরিটির মূল্য সম্পর্কে বা সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ বা সিকিউরিটি ক্রয় বা বিক্রয়ের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অপরকে পরামর্শ প্রদানের ব্যবসায়ে নিয়োজিত; কিন্তু উক্ত অর্থে নিম্নবর্ণিত কোনো কিছু অন্তর্ভুক্ত হইবে না,-

(অ) কোনো ব্যাংক;

(আ) কোনো শিক্ষক, আইনজীবী, হিসাবরক্ষক, বা প্রকৌশলী যাহার এইরূপ সেবাসমূহ প্রদান উক্ত পেশার চর্চায় আনুষঙ্গিক মাত্র;

(ই) কোনো স্টক-ব্রোকার বা স্টক-ডিলার, যাহার এইরূপ সেবাসমূহ প্রদান ব্যবসা পরিচালনায় আনুষঙ্গিক মাত্র এবং যিনি উহার জন্য কোনো পৃথক পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না;

(ঈ) কোনো সংবাদপত্র, ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া বা সাধারণ ও নিয়মিত প্রচারিত অন্য কোনো প্রকাশনার প্রকাশক;

(৪২) "বিনিয়োগ কোম্পানি (**Investment Company**)" অর্থ এমন কোনো কোম্পানি যাহা প্রধানত বা সামগ্রিকভাবে অন্য কোম্পানির সিকিউরিটি ক্রয় ও বিক্রয়ে নিয়োজিত এবং উক্ত অর্থে এইরূপ কোনো কোম্পানিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যাহার নিজস্ব পরিশোধিত মূলধনের ৮০ (আশি) শতাংশ কোনো একক সময় অন্য কোম্পানিসমূহে বিনিয়োজিত;

(৪৩) "বিনিয়োগকারী" অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি, যাহার কোনো সিকিউরিটিতে মালিকানা সত্ত্ব বা বিনিয়োগ রহিয়াছে;

(৪৪) "ব্যক্তি (Person)" অর্থে কোনো প্রাকৃতিক ব্যক্তিসত্তা, অবিভক্ত হিন্দু পরিবার, ফার্ম, নিগমিত বা অনিগমিত সংঘ (Association) বা ব্যক্তিসমষ্টির সংগঠন বা সংস্থা (Body of Individuals), কোম্পানি এবং অন্য সকল কৃত্রিম আইনগত সত্তাও (Artificial Juridical Person) উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪৫) "ব্যাংক" অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো ব্যাংক কোম্পানি;

(৪৬) "মিউচ্যুয়াল ফান্ড (Mutual Fund)" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্তে প্রধানত তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে গঠিত ফান্ড;

(৪৭) "মূল্য সংবেদনশীল তথ্য (Price Senstive Information)" অর্থ এইরূপ তথ্য যাহা প্রকাশিত হইলে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটির বাজার মূল্য প্রভাবিত হইতে পারে;

(৪৮) "যৌথ বিনিয়োগ স্কীম (Collective Investment Scheme)" অর্থ অন্য কোনো আইনের সহিত সাংঘর্ষিক নয় এমন কোনো বিনিয়োগ স্কীম বা ফান্ড বা তদ্রূপ কোনো ব্যবস্থা, যাহার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কোনো সম্পদ বা ফান্ড ব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে উক্ত স্কীম বা ফান্ড এর অর্থ আয় বা মুনাফা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটিজ বা সম্পদে বিনিয়োগ করা হইয়া থাকে;

(৪৯) "রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট (Real Estate Investment)" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্তে প্রধানত রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ পদ্ধতি;

(৫০) "শুনানি কর্মকর্তা (Adjudicating officer/Hearing officer)" অর্থ কমিশনের কোনো কমিশনার বা কর্মকর্তা যিনি ধারা ১৩ এর অধীন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান বা কোনো আদেশ নির্দেশ লঙ্ঘনের বিষয়ে শুনানি গ্রহণপূর্বক আদেশ প্রদান করিতে পারেন;

(৫১) "সহযোগী" অর্থ কোনো বাজার মধ্যস্থতাকারীর কোনো শেয়ারধারক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী, বা পরিচালক;

(৫২) "সদস্য" অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান বা কমিশনার;

(৫৩) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বা অর্থ মন্ত্রণালয় বা উহার সংশ্লিষ্ট বিভাগ;

(৫৪) "সিকিউরিটি (Security) বা সিকিউরিটিজ (Securities)" অর্থ বাংলাদেশে নিগমিত হউক বা না হউক এমন কোনো কোম্পানি বা ট্রাস্ট বা এইরূপ কোনো ইস্যুয়ার কর্তৃক বা উহার কল্যাণে ইস্যুকৃত বা ইস্যুতব্য নিম্নবর্ণিত যে-কোনো দলিল (instrument) যথা:

(অ) সরকারি ঋণ আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ১৭ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো সরকারি সিকিউরিটি বা সিকিউরিটিজ;

(আ) কোনো কোম্পানি বা ট্রাস্ট বা এইরূপ কোনো ইস্যুয়ার এর সম্পত্তির উপর চার্জ বা পূর্বস্বত্ব (lien) সৃষ্টিকারী কোনো দলিল (instrument); এবং

(ই) কোনো কোম্পানি বা ট্রাস্ট বা এইরূপ কোনো ইস্যুয়ারকে প্রদত্ত ঋণ বা উহার ঋণগ্রস্থতা (indebtedness) স্বীকারপত্র এবং কোনো তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদানকৃত বা কোনো তৃতীয় পক্ষের সহিত যৌথভাবে সম্পাদিত, এবং কোনো স্টক, হস্তান্তরযোগ্য শেয়ার, স্ক্রিপ, নোট, বন্ড, ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার স্টক, বিনিয়োগ চুক্তি, ফিন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভস, কমোডিটি ডেরিভেটিভস, মিউচ্যুয়াল ফান্ড বা অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডসহ যে-কোনো যৌথ বিনিয়োগ স্কীমের (Collective Investment Scheme) ইউনিট, প্রাক-প্রতিষ্ঠা সনদ বা চাঁদা (subscription) গ্রহণ সনদ, সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি, সুকুক, শরীয়াহ ভিত্তিক সিকিউরিটি এবং সাধারণভাবে সিকিউরিটি বা সিকিউরিটিজ হিসাবে প্রচলিত ভাবে পরিচিত কোনো স্বার্থ বা দলিল; এবং পূর্বোল্লিখিত যে-কোনো দলিল সম্পর্কিত কোনো জমাকরণ সনদ, স্বার্থের বা অংশগ্রহণের সনদ, সাময়িক বা অন্তর্বর্তীকালীন সনদ, ওয়্যারহাউস সনদ, রসিদ বা গ্রহণার্থে অর্থ প্রদান বা ক্রয়ের অধিকার বা ক্ষমতাপত্র (Warrant):

তবে, উক্ত অর্থে কোনো মুদ্রা বা নোট, ড্রাফট, চেক, বাণিজ্যিক কাগজ (Commercial paper), বিনিময়পত্র বা ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র বা কোনো নোট

যাহা ইস্যুর সময় উহার পরিশোধের মেয়াদ সীমিত থাকে, এবং যাহা অতিরিক্ত সময় (Grace Period) বা নবায়নের মেয়াদ ব্যতীত অনধিক ১২ (বার) মাস মেয়াদের মধ্যে পরিশোধযোগ্য, তাহা অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৫৫) "সিকিউরিটি ইস্যু (Issue of Security)" অর্থ নগদ বা অন্য কোনো কিছুর বিনিময়ে কোনো কোম্পানি বা ইস্যুয়ার কর্তৃক ক্যাপিটাল বা সিকিউরিটি ইস্যুকরণ;

(৫৬) "সুকুক (Sukuk)" অর্থ এক প্রকার সনদ যাহা ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক সম্পাদিত কোনো বিনিয়োগ চুক্তির (Investment contract) অংশিদারিত্ব প্রকাশ করে;

(৫৭) "সুবিধাভোগী (Insider)" অর্থে এমন কোনো ব্যক্তি, যিনি তাহার পদ বা অবস্থান বা সম্পর্কের কারণে বা কোনো প্রকার লেনদেনের কারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো সিকিউরিটির মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশিত হইবার পূর্বে জানিতে পারেন বা উক্ত তথ্য জানিবার সুযোগ আছে ;

(৫৮) "সুবিধাভোগী ব্যবসা (Insider trading)" অর্থে অপ্রকাশিত মূল্য সংবেদনশীল তথ্যের ভিত্তিতে কোনো সুবিধাভোগী কর্তৃক কোনো সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন বা হস্তান্তরকে বুঝাইবে;

(৫৯) "সেটল্‌মেন্ট (Settlement)" অর্থ সিকিউরিটিজ এর লেনদেন হইতে পক্ষসমূহের উদ্ভুত দায় পরিশোধের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পাওনাদারগণের নিকট সিকিউরিটিজ ও অর্থ হস্তান্তর সংক্রান্ত সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কর্তৃক পরিচালিত যাবতীয় কার্যক্রম;

(৬০) "সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি (Central Counterparty)" অর্থ সিকিউরিটিজের ক্লিয়ারিং ও সেটল্‌মেন্ট এবং এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনাসহ আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে মধ্যবর্তী পক্ষ হিসাবে অবতীর্ণ হইয়া বিক্রেতার ক্ষেত্রে ক্রেতা এবং ক্রেতার ক্ষেত্রে বিক্রেতার দায় গ্রহণ এবং তাহাদের দেনা-পাওনা পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদানকারী কোনো নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক;

(৬১) "স্টক-ডিলার (Stock Dealer)" অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি তাহার নিজের হিসাবে সিকিউরিটিজের লেনদেন কার্যকর করিবার ব্যবসায় নিয়োজিত থাকেন;

(৬২) "স্টক-ব্রোকার (Stock Broker)" অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি অপর কোনো ব্যক্তির হিসাবের পক্ষে সিকিউরিটিজ লেনদেন করিবার ব্যবসায় নিয়োজিত থাকেন;

(৬৩) "স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল (Special Tribunal)" অর্থ এই আইনের ধারা ৫০ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল;

(খ) এই আইনে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা বক্তব্যের (expression) সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা বক্তব্য কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন), ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৬ নং আইন) এবং এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **আইনের প্রাধান্য।-** আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

অধ্যায়: ২
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর প্রতিষ্ঠা, কার্যাবলী, ইত্যাদি

৪। **কমিশন প্রতিষ্ঠা**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি সংস্থা এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীল মোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার পক্ষে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। **কমিশনের কার্যালয়, ইত্যাদি**।- (১) কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) কমিশন, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশের যে-কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। **কমিশনের গঠন**।- (১) একজন চেয়ারম্যান ও চারজন কমিশনারসহ মোট পাঁচজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৩) চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ কমিশনের সার্বক্ষণিক চেয়ারম্যান ও কমিশনার হইবেন।

(৪) চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৫) চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ তাঁহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে চার বৎসর মেয়াদের জন্য স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন এবং অনুরূপ সর্বোচ্চ চার বৎসরের একটি মাত্র মেয়াদের জন্য পুন:নিয়োগের যোগ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি চেয়ারম্যান বা কমিশনার পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না বা চেয়ারম্যান বা কমিশনার পদে বহাল থাকিবেন না।

(৬) চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে সরকার নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে, যথা:-

(ক) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ বাছাই কমিটি গঠন করিবে, যথা:-

(১) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারক	-সভাপতি;
(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	- সদস্য;
(৩) বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর চেয়ারম্যান	- সদস্য; এবং
(৪) সচিব, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	- সদস্য সচিব।

(খ) কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে দফা (ক) এ বর্ণিত বাছাই কমিটিতে কমিশনের চেয়ারম্যানও সদস্য হিসেবে থাকিবেন;

(গ) দফা (ক) এর অধীন গঠিত কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে;

(ঘ) অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বাছাই কমিটির কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে;

(ঙ) দফা (ক) এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটি ধারা ৭ এর বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে উহার সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে চেয়ারম্যানের শূন্য পদের বিপরীতে ০২ (দুই) জন এবং দফা (ক) ও (খ) এর সমন্বয়ে

গঠিত বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রতিটি কমিশনারের শূন্য পদের বিপরীতে ০২ (দুই) জন করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তির নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া সুপারিশসহ সরকারের নিকট পেশ করিবে;

(চ) সরকার দফা (ক) এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে চেয়ারম্যান এবং দফা (ক) ও (খ) এর সমন্বয়ে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কমিশনার পদে নিয়োগ প্রদান করিবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারায় "সচিব" অর্থে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(৭) চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ যথাক্রমে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারক ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকের পদমর্যাদা, বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

৭। **চেয়ারম্যান, কমিশনার এর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।–**

(১) কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা কমিশনার নিযুক্ত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন, যদি-

(ক) তিনি বাণিজ্য, ব্যবসায় প্রশাসন, আইন বা অর্থনীতি বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রীধারী হন; বা

(খ) তিনি কোম্পানি বা সিকিউরিটিজ মার্কেট ও সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত বিধি-বিধান বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ও পারদর্শী হন; বা

(গ) তিনি সরকারের বিবেচনায় কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোনো বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন হন; এবং

(ঘ) তিনি কমপক্ষে ২০ (বিশ) বছরের কর্ম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হন।

(২) কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা কমিশনার নিযুক্ত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি-

(ক) তিনি কোনো আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন;

(খ) তাহাকে কোনো আদালত অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করে;

(গ) তিনি ঋণ খেলাপি হন;

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন;

(ঙ) সরকারের বিবেচনায় তিনি তাহার পদমর্যাদার এইরূপ অপব্যবহার করিয়া থাকেন যাহাতে তাহার উক্ত পদে বহাল থাকা জনস্বার্থের পরিপন্থি;

(চ) তিনি নিয়োগ প্রাপ্তির পর কোনো কোম্পানি বা সংস্থায় পরিচালক কিংবা কর্মকর্তা পদে নিযুক্ত হন বা থাকেন।

(৩) চেয়ারম্যান বা কোনো কমিশনারকে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ না দিয়া উপ-ধারা (২) এর দফা (ঙ) ও (চ) এর অধীন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

৮। **চেয়ারম্যান বা কমিশনারের পদত্যাগ, পদশূন্যতা ও অপসারণ।–** (১) চেয়ারম্যান বা কোনো কমিশনার তাঁহাদের চাকুরির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে-কোনো সময় সরকারের উদ্দেশ্যে অন্যূন তিন মাসের অগ্রিম নোটিশ প্রদান করিয়া স্ব-স্ব পদ ত্যাগ করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান ব্যতীত পদত্যাগকারী কমিশনার উক্ত নোটিশের একটি অনুলিপি চেয়ারম্যান বরাবর অবগতির জন্য প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পদত্যাগ সত্ত্বেও, সরকার, প্রয়োজনবোধে, পদত্যাগকারী চেয়ারম্যান বা কমিশনারকে তাঁহার দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন৷

(৩) চেয়ারম্যান বা কোনো কমিশনারের পদ মেয়াদপূর্তি বা মৃত্যুবরণ বা পদত্যাগ বা অপসারণ বা অন্য কোনো কারণে শূন্য হইলে, শূন্য হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে সরকার শূন্য পদে নিয়োগ দান করিবেন।

(৪) ধারা-৭ এর উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলী অনুযায়ী চেয়ারম্যান বা কমিশনার পদে নিযুক্ত থাকিবার অযোগ্য হইলে বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিলে সরকার চেয়ারম্যান বা কোনো কমিশনারকে অপসারণ করিতে পারিবে। তবে, চেয়ারম্যান বা কোনো কমিশনারকে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া এই উপ-ধারার অধীন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

(৫) চেয়ারম্যানের পদ মেয়াদপূর্তি বা মৃত্যুবরণ বা পদত্যাগ বা অপসারণ বা অন্য কোনো কারণে শূন্য হইলে, নিয়মিত চেয়ারম্যান নিয়োগদান না করা পর্যন্ত সরকার কোনো কমিশনারকে চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব পালনের আদেশ দিতে পারিবেন।

৯। **কমিশনের সভা**।- (১) বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময় ও স্থানে কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) তিন সদস্যের সমন্বয়ে কমিশনের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে, উপস্থিত কমিশনারবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত কোনো কমিশনার সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) কমিশনের সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) শুধুমাত্র চেয়ারম্যান বা কোনো কমিশনার পদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কমিশনের কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কিত কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১০। **কমিশনের কার্যাবলি**।- (১) এই আইনের বিধান এবং বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশন সিকিউরিটিতে বিনিয়োগকারীর স্বার্থ সংরক্ষণ, সিকিউরিটির যথার্থ ইস্যু নিশ্চিতকরণ এবং সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ করিবে।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরিউক্ত বিধানাবলীর সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরূপ ব্যবস্থার মধ্যে নিম্নরূপ যে-কোনো বিষয় থাকিতে পারে, যথাঃ-

(ক) এক্সচেঞ্জ, ডিপজিটরি, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি, বা এরূপ আত্ম-নিয়ামক সংগঠন বা অধস্তন কর্তৃপক্ষের, কার্য নিরূপণ, উন্নয়ন, পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(খ) স্টক-ব্রোকার, স্টক-ডিলার, সিকিউরিটিজ হস্তান্তরকারী প্রতিনিধি, ইস্যুর ব্যাংকার, মার্চেন্ট ব্যাংকার বা বিনিয়োগ ব্যাংকার, ইস্যুর নিবন্ধক, ইস্যুর ম্যানেজার, অবলেখক, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান, বাজার সৃষ্টিকারী, ট্রাস্ট দলিলের ট্রাস্টি, সম্পদ ব্যবস্থাপক, ফান্ড ব্যবস্থাপক, স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল (Special Purpose Vehicle), বিনিয়োগ কোম্পানি, হেফাজতকারী, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি, বিনিয়োগ উপদেষ্টা বা রিসার্চ অ্যানালিস্ট, ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী, ক্লিয়ারিং অংশগ্রহণকারী, অনুমোদিত প্রতিনিধি, ঋণপত্র জামিনদার, গ্রাহক পরিচিতি রেজিস্ট্রার এবং সিকিউরিটিজ মার্কেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত হইতে পারে এইরূপ অন্যান্য বাজার মধ্যস্থতাকারীর কার্য নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(গ) সিকিউরিটি ইস্যু সংক্রান্ত কার্য নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ঘ) মিউচুয়্যাল ফান্ড, এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ইটিএফ), অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডসহ যে-কোনো ধরণের যৌথ বিনিয়োগ স্কীমের কার্য নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) সুকুকসহ যে-কোনো ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যু এবং এতদুদ্দেশ্যে শরীয়াহ এ্যাডভাইজরি কাউন্সিল (Shariah Advisory Council) গঠন, ইত্যাদি কার্যাবলী নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(চ) কমোডিটি এক্সচেঞ্জ ও উহার কার্যাবলী নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ছ) কমিশন নিজে বা অধস্তন কর্তৃপক্ষ বা এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে সিকিউরিটিজ লেনদেন ও সিকিউরিটিজ মার্কেটের তদারকি ও নজরদারি (Surveilance) কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(জ) সিকিউরিটিজ মার্কেটের বিনিয়োগ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন;

(ঝ) সিকিউরিটিজ বা সিকিউরিটিজ মার্কেটে প্রতারণামূলক কার্যক্রম, অসাধু ব্যবসায়, বাজার কারসাজি ও সুবিধাভোগী ব্যবসায় বন্ধকরণ বা নিষিদ্ধকরণ বা উহা প্রতিরোধের নিমিত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ বা তথ্য উদঘাটন করিবার উদ্দেশ্যে পুঁজিবাজারে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(ঞ) কোম্পানির শেয়ার বা স্টক ও কর্তৃত্ব গ্রহণ (Take over) এবং কোম্পানির অধিগ্রহণ (acquisition) ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্য নিরূপণ;

(ট) তালিকাভুক্ত কোম্পানির সহিত অন্য কোনো কোম্পানির একীভূতকরণ (merger), অঙ্গীভূতকরণ (affiliation) ও পুনর্গঠন (reconstruction) এর ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল বা সিকিউরিটিজ ইস্যু সংক্রান্ত কার্য নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ (Control);

(ঠ) সিকিউরিটিজ মার্কেটের বাজার মধ্যস্থতাকারী, সিকিউরিটি ইস্যুকারী, এক্সচেঞ্জ, ডিপজিটরি, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটেল্‌মেন্ট কোম্পানি বা আত্ম-নিয়ামক সংগঠন বা অধস্তন কর্তৃপক্ষ বা সিকিউরিটিজ মার্কেট সম্পর্কিত যে-কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে বা উহাদের মাধ্যমে তথ্য তলব বা নিরীক্ষা এবং উহাদের তদারকি, নজরদারি, পরিদর্শন, অনুসন্ধান ও তদন্ত;

(ড) ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন নিরীক্ষক দ্বারা সিকিউরিটিজ মার্কেটের বাজার মধ্যস্থতাকারী, আত্ম-নিয়ামক সংগঠন, ইস্যুয়ারসহ সিকিউরিটিজ মার্কেটের অন্যান্য সকল ব্যক্তির নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন এবং উক্ত নিরীক্ষকের কার্যাবলি নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ঢ) ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন সম্পদ মূল্যায়নকারীর দ্বারা সিকিউরিটিজ মার্কেটের বাজার মধ্যস্থতাকারী, আত্ম-নিয়ামক সংগঠন, ইস্যুয়ারসহ সিকিউরিটিজ মার্কেটের অন্যান্য সকল ব্যক্তির সম্পদ মূল্যায়ন কার্য সম্পাদন, এবং উক্ত সম্পদ মূল্যায়নকারীর কার্য নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ণ) দেশি-বিদেশি কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সহিত যৌথ কার্যক্রম, সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত সহযোগিতা ও তথ্য বিনিময় চুক্তি সম্পাদন;

(ত) সিকিউরিটিজ ইস্যুকারীর আর্থিক কর্মকান্ড সম্পর্কিত কর্মসূচি সংকলন, বিশ্লেষণ ও প্রকাশন;

(থ) ফিন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভস, কমোডিটি ডেরিভেটিভস ও সকল প্রকার কাঠামোগত অর্থায়ন (Structured Finance) সংক্রান্ত কার্যক্রম নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(দ) সিকিউরিটিজ মার্কেটে বিনিয়োগকারীদের তথ্য সংরক্ষণ ও যাচাই এর উদ্দেশ্যে গ্রাহক পরিচিতি রেজিস্ট্রার এর সকল প্রকার কার্য নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ধ) সিকিউরিটিজ মার্কেটে বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগকারী সুরক্ষা তহবিল (Investors Protection Fund) বা অন্য কোনো তহবিল গঠন, ব্যবস্থাপনা ও উহার সকল প্রকার কার্যক্রম নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ন) সিকিউরিটিজ মার্কেটে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা প্রদানসহ অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সকল প্রকার কার্যক্রম নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(প) মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) অনুসরণপূর্বক পুঁজিবাজার বিষয়ক মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধে পুঁজিবাজার সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নথিপত্র পরিদর্শন, পরিপালনীয় বিভিন্ন শর্তাদি, নীতিমালা বা নির্দেশনা প্রদান ও পুঁজিবাজার সম্পৃক্ত অপরাধ অনুসন্ধান ও তদন্ত এবং মামলা পরিচালনা;

(ফ) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ফিস, লেভি বা অন্যান্য চার্জ ধার্যকরণ;

(ব) উপরিউক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রয়োজনে গবেষণা পরিচালনা, তথ্য ভান্ডার সংরক্ষণ এবং তথ্য ও উপাত্ত প্রকাশ করা; এবং

(ভ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন ও কর্তব্য পালন।

১১। **কমিশনের কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি।-**

(১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে, কমিশন উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মচারীরগণকে প্রদেয় বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া উপ-ধারা (২) এর অধীন কমিশনের কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি সম্পর্কিত চাকুরির শর্তাবলী নির্ধারিত হইবে।

১২। **পরামর্শক বা উপদেষ্টা নিয়োগ।-** কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, তদকর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও মেয়াদে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক বা উপদেষ্টা নিয়োগ, করিতে পারিবে।

১৩। **ক্ষমতা অর্পণ।–** বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ব্যতিত কমিশন উহার যে-কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব, সুনির্দিষ্ট শর্ত বা সীমাবদ্ধতা আরোপকরতঃ, যদি প্রয়োজন হয়, সময় সময় জারিকৃত আদেশ দ্বারা চেয়ারম্যান, কোনো কমিশনার বা কর্মচারী বা কোনো অধস্তন কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিবে।

অধ্যায়ঃ ৩
সিকিউরিটি ইস্যু

১৪। **সিকিউরিটি ইস্যুর উপর নিয়ন্ত্রণ।–**

(১) বাংলাদেশে নিগমিত কোনো ইস্যুয়ার বা কোম্পানি, কমিশনের সম্মতি ব্যতীত, বাংলাদেশের বাহিরে কোনো সিকিউরিটি ইস্যু করিতে পারিবে না।

(২) কোনো ইস্যুয়ার বা কোম্পানি, বাংলাদেশে নিগমিত হউক বা না হউক, কমিশনের সম্মতি ব্যতীত,-

(ক) বাংলাদেশে কোনো সিকিউরিটি ইস্যু করিতে পারিবে না;

(খ) বাংলাদেশে সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য কোনো গণ প্রস্তাব করিতে পারিবে না;

(গ) বাংলাদেশে পরিশোধের জন্য মেয়াদ পূর্ণ হইতেছে এইরূপ কোনো সিকিউরিটির মেয়াদ পূর্তির বা প্রত্যর্পণ তারিখ নবায়ন বা স্থগিত করিতে পারিবে না।

(৩) কমিশন, উহার নিকট কোনো আবেদনের প্রেক্ষিতে, কোনো সিকিউরিটি ইস্যু যাহা বাংলাদেশের বাহিরে হইয়াছে বা হইবে উহাতে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) সরকারি সিকিউরিটিজ ইস্যুর ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৫) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন সম্মতি প্রদানকালে কমিশন কোনো ইস্যুর মূল্য নির্ধারণ করিবে না।

১৫। **প্রসপেক্টাস, এবং ইস্যু প্রস্তাব বা অন্যান্য দলিলাদির উপর নিয়ন্ত্রণ।-**

(১) চাঁদা গ্রহণ (subscription) এর জন্য প্রস্তাব বা কোনো সিকিউরিটি জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের প্রস্তাব সম্বলিত প্রতিটি প্রসপেক্টাস (Prospectus) বা অন্যান্য দলিল নির্ধারিত ফরম ও পন্থায় এবং তথ্য অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রকাশের পূর্বেই কমিশনের নিকট পরীক্ষার জন্য দাখিল করিতে হইবে এবং এই আইন বা বিধিমালা এবং তৎসম্পর্কিত অন্যান্য আইনের আবশ্যকতা পরিপালিত

হইয়াছে মর্মে কমিশন সন্তুষ্ট হইয়া উহা প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রদানের পরই কেবল সংশ্লিষ্ট প্রসপেক্টাস এবং অন্যান্য দলিলাদি প্রকাশ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সিকিউরিটির ইস্যু বা বিক্রয়ের প্রস্তাবে কমিশনের সম্মতি, প্রস্তাবের গুণগত মান বা সঠিকতার জন্য ইস্যুয়ার, নিরীক্ষক এবং ইস্যু ম্যানেজারের দায় দায়িত্বকে অব্যাহতি প্রদান করিবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশে কোনো সিকিউরিটির চাঁদা গ্রহণ (subscription) বা জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের প্রস্তাব সম্বলিত কোনো প্রসপেক্টাস বা অন্যান্য দলিল প্রকাশ করিবে না, যাহা নিম্নরূপ বিবরণী অন্তর্ভুক্ত করে না, যথা:-
(ক) উহার প্রকাশে কমিশনের অনুমোদন রহিয়াছে; এবং
(খ) সিকিউরিটির ইস্যু বা বিক্রয় প্রস্তাবে কমিশনের সম্মতি গ্রহণ করা হইয়াছে।

১৬। **সিকিউরিটি ক্রয়**।– কোনো ব্যক্তি, বাংলাদেশে বা অন্যত্র ইস্যু হইয়াছে বা ইস্যুর প্রস্তাব করা হইয়াছে এমন কোনো সিকিউরিটি গ্রহণ বা উহার বিপরীতে কোনো বিনিময়মূল্য প্রদান করিবেন না, যদি না উক্ত সিকিউরিটি ইস্যুতে কমিশনের সম্মতি বা স্বীকৃতি প্রদান করা হইয়া থাকে।

১৭। **কতিপয় ক্ষেত্রে শর্ত আরোপের ক্ষমতা**।– কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা কোনো চুক্তি বা কোনো কোম্পানির সংঘস্মারক ও সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে বা পরে এই আইনের ধারা ১৪, ধারা ১৫ বা ধারা ১৬ এর অধীন প্রদত্ত কোনো সম্মতি বা স্বীকৃতির উপর কমিশন, সময় সময়, যেইরূপ শর্ত আরোপ করা উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

১৮। **অব্যাহতি প্রদান ও লঙ্ঘন মার্জনার ক্ষমতা**।– (১) কমিশন, বাজার এর স্বার্থে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত সাধারণ আদেশ দ্বারা, ধারা ১৪, ধারা ১৫, ধারা ১৬ এবং ধারা ১৭ এর কোনো বিধান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কমিশন, আদেশ দ্বারা, ধারা ১৪ বা ধারা ১৫ এর যে-কোনো বিধানের লঙ্ঘন মার্জনা করিতে পারিবে এবং এইরূপ আদেশ প্রদান করা হইলে এই আইনের বিধানাবলি এমনভাবে কার্যকর হইবে যেন ধারা ১৪ বা, ক্ষেত্রমত ধারা ১৫ লঙ্ঘন করিয়া কৃত বা বিচ্যুত কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে এই ধারার উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে।

১৯। **তথ্য তলবের ক্ষমতা**।– কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারী সিকিউরিটিজ ইস্যুতে সম্মতি বা স্বীকৃতির জন্য আবেদনপত্রের কোনো বিবরণীর সঠিকতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে বা এইরূপ সম্মতি বা স্বীকৃতি সম্বলিত কোনো আদেশে সংযুক্ত কোনো শর্তের আবশ্যকতা পরিপালিত হইয়াছে বা হয় নাই তাহা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, উক্তরূপ আবেদনকারী বা উক্তরূপ আদেশপ্রাপ্ত কোনো কোম্পানি বা ইস্যুয়ার বা উহার কোনো কর্মকর্তাকে বা কর্মচারীকে, তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবে যেইরূপ প্রয়োজনীয় মনে করিবেন সেইরূপ হিসাবসমূহ, বহিসমূহ বা অন্যান্য দলিলাদি দাখিল অথবা তথ্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

২০। **অসত্য তথ্য নিষিদ্ধকরণ**।– কোনো ব্যক্তি, ধারা ১৯ এর অধীনে কোনো চাহিদা পরিপালনকালে, বা সিকিউরিটি ইস্যুতে সম্মতি বা স্বীকৃতির জন্য আবেদনকালে, এইরূপ কোনো তথ্য বা বিবৃতি প্রদান করিবেন না, যাহা মিথ্যা বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিবরণী সঠিক নহে বলিয়া তিনি জানেন বা তাহার বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

অধ্যায়: ৪
নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি

২১। **বাজার মধ্যস্থতাকারীর নিবন্ধন**।- (১) কোনো স্টক-ব্রোকার, স্টক-ডিলার, সিকিউরিটিজ হস্তান্তরকারী প্রতিনিধি, ইস্যুর ব্যাংকার, মার্চেন্ট ব্যাংকার বা বিনিয়োগ ব্যাংকার, ইস্যুর নিবন্ধক, ইস্যুর ম্যানেজার, অবলিখক, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, বাজার সৃষ্টিকারী, ট্রাস্ট দলিলের ট্রাস্টি, সম্পদ ব্যবস্থাপক, ফান্ড ব্যবস্থাপক, বিনিয়োগ কোম্পানি, হেফাজতকারী, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি, ঋণপত্র জামিনদার, বিনিয়োগ উপদেষ্টা বা রিসার্চ অ্যানালিস্ট, ক্লিয়ারিং অংশগ্রহণকারী, অনুমোদিত প্রতিনিধি, গ্রাহক পরিচিতি রেজিস্ট্রার এবং সিকিউরিটিজ মার্কেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত হইতে পারে এইরূপ সকল ব্যক্তি কমিশনের নিকট হইতে এই আইনের অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত না হইলে সিকিউরিটিজ বা সিকিউরিটিজ মার্কেট সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করিতে বা অব্যাহত রাখিতে পারিবে না এবং কোনো ব্যক্তি সিকিউরিটিজ লেনদেন বা কারবারের উদ্দেশ্যে কোনো বাজার মধ্যস্থতাকারীর সুযোগ-সুবিধা বা সেবার ব্যবহার করিতে বা প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

(২) মিউচুয়্যাল ফান্ড, এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ইটিএফ), অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডসহ যে-কোনো ধরণের যৌথ বিনিয়োগ স্কীম কমিশনের নিকট হইতে নিবন্ধন সনদ ব্যতিরেকে কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(৩) নিবন্ধীকরণের আবেদন বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং নির্ধারিত ফি প্রদান করিয়া দাখিল করিতে হইবে।

(৪) কোনো নিবন্ধন সনদ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কমিশন স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাকে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া এই উপ-ধারার অধীন কোনো আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

২২। **এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানির নিবন্ধন**।– (১) এই আইনের অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত না হইলে কোনো এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি উহার কোনো কার্য পরিচালনা করিতে বা অব্যাহত রাখিতে পারিবে না, এবং কোনো ব্যক্তি কোনো সিকিউরিটির লেনদেন বা কারবারের উদ্দেশ্যে কোনো এক্সচেঞ্জের বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানির সুযোগ সুবিধা বা সেবার ব্যবহার করিতে বা প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

(২) কোনো এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি উহার ন্যায্য লেনদেন এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করিবার জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্ত পূরণ করিলে বা প্রয়োজনীয় অন্যান্য আবশ্যকতা পরিপালন করিলে, উহা এই আইনের অধীন নিবন্ধনের যোগ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্ধারিত শর্ত বা আবশ্যকতা, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত সকল বা যে-কোনো বিষয় সম্পর্কে হইতে পারে, যথা:

(ক) স্টক-ব্রোকার বা স্টক-ডিলার বা ট্রেক হোল্ডার বা অংশগ্রহনকারীদের যোগ্যতা এবং উহাদের অন্তর্ভুক্তি, বাতিল, সাময়িক স্থগিত, বহিষ্কার বা অব্যাহতি এবং পুন:অন্তর্ভুক্তি;

(খ) পরিচালনা পর্ষদের গঠন ও ক্ষমতা এবং উহার পদাধিকারীদের ক্ষমতা ও কর্তব্য;

(গ) এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি এর পরিচালনা পর্ষদ বা উহার কোনো কমিটিতে কমিশনের প্রতিনিধিত্ব বা পর্যবেক্ষক নিয়োগ;

(ঘ) স্টক-ব্রোকার বা স্টক-ডিলার বা অংশগ্রহনকারীদের ব্যবসায়ের উপর বাধা-নিষেধসহ উহার ব্যবসা পরিচালনার পদ্ধতি;

(ঙ) এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি এর সংঘস্মারক ও সংঘবিধি, বিধিমালা, প্রবিধানমালা এবং উপ-আইনসমূহ; এবং

(চ) স্টক ব্রোকার বা স্টক ডিলার বা অংশগ্রহনকারীগণসহ এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানির হিসাবরক্ষণ এবং নিরীক্ষা।

(৪) উপ-ধারা (২) ও উপ-ধারা (৩) এর নিবন্ধন শর্তাবলী ও নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে যোগ্য কোনো এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরম এবং পদ্ধতিতে, নিবন্ধনের জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করিতে পারিবে;

(৫) যদি কমিশন তৎকর্তৃক প্রয়োজনীয় দলিলাদি বা তথ্যাদি যাচাই এবং অধিকতর তথ্য প্রাপ্তির পর এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে,-

(অ) এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি উহার নিবন্ধনের জন্য যোগ্য; এবং

(আ) যেইক্ষেত্রে সিকিউরিটিজ লেনদেনের স্বার্থে বা জনস্বার্থে কোনো এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানির নিবন্ধন করা প্রয়োজন, সেইক্ষেত্রে এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানির অনুকূলে নিবন্ধন সনদ মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৬) আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ প্রদান ব্যতিরেকে কোনো নিবন্ধনের আবেদন নামঞ্জুর করা যাইবে না।

২৩। **নিবন্ধন স্থগিত, বাতিলকরণ, ইত্যাদি**।– (১) যেইক্ষেত্রে কমিশন অভিমত পোষণ করে যে, কোনো এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি বা বাজার মধ্যস্থতাকারী এবং উহাদের কোনো পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে এই আইন, বা তদধীন প্রণীত বা প্রদত্ত কোনো বিধিমালা, প্রবিধানমালা, আদেশ বা নির্দেশনার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিয়াছে বা অন্য কোনো ভাবে অবহেলা করিয়াছে বা চাহিদা পরিপালনে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে কমিশন বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা বা এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি বা বাজার মধ্যস্থতাকারীর ন্যায্য কারবার বা ন্যায্য প্রশাসন নিশ্চিত করিবার জন্য লিখিত আদেশ দ্বারা, এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি বা বাজার মধ্যস্থতাকারীর -

(ক) কোনো লেনদেন বা ব্যবসায়িক কার্যক্রম আদেশে নির্ধারিত সময়ের জন্য স্থগিত করিতে পারিবে;

(খ) পরিচালনা পর্ষদ বা উহার অন্যান্য কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত স্থগিত বা রহিত করিতে পারিবে;

(গ) পরিচালনা পর্ষদ বাতিলপূর্বক নির্ধারিত শর্ত ও মেয়াদে কমিশনের কোনো কর্মচারীকে বা উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রশাসক নিয়োগ করিতে পারিবে অথবা পরিচালনা পর্ষদ বা উহার কোনো কমিটির সভায় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবে:

(ঘ) কোনো পরিচালক বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে;

(ঙ) নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

(২) এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি বা বাজার মধ্যস্থতাকারীর পরিচালনা পর্ষদ বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া উপ-বিধি (১) এর দফা (গ), দফা (ঘ) ও দফা (ঙ) এর অধীন কোনো আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) দফা ও দফা (ঘ) এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশের মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশনায় পরিচালনা পর্ষদ বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের বা অপসারিত পরিচালক বা কর্মকর্তার কার্যাবলি কোনো কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি সম্পাদন করিবে তাহাও নির্ধারণ করা যাইবে।

(৪) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে বা কোনো সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীন আদেশের কার্যকারিতা বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) বা (খ) এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ, এইরূপ আদেশ প্রদানের তারিখের পূর্বে আইনগতভাবে সম্পাদিত কোনো চুক্তিকে প্রভাবিত করিবে না।

২৪। **হিসাব, বার্ষিক প্রতিবেদন, রিটার্ন, ইত্যাদি**।— (১) প্রত্যেক এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি বা বাজার মধ্যস্থতাকারী বা উহাদের প্রত্যেক পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী, বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, হিসাববহি এবং অন্যান্য দলিল প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবে, এবং এইরূপ প্রত্যেক হিসাববহি বা দলিল যুক্তিসঙ্গত সময়ে কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিদর্শন যোগ্য হইবে।

(২) প্রত্যেক এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি বা বাজার মধ্যস্থতাকারী বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নির্ধারিত বিষয় সংবলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন এবং উহার বিষয়াদি সম্পর্কে অন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করিবে।

(৩) কোনো এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি বা বাজার মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক উপস্থাপিত আর্থিক বিবরণী বা অনুরূপ বিবরণী বা প্রতিবেদন কোনো কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিবেন না, যদি না উহা কমিশন কর্তৃক তালিকাভুক্ত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ উপস্থাপিত হয়।

(৪) ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫; Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (PO. NO 2 of 1973) বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইন অনুসারে নিরীক্ষক হওয়ার জন্য যোগ্য যে-কোনো ব্যক্তি কোনো এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি বা বাজার মধ্যস্থতাকারীর আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা করিতে পারিবে যদি উক্ত নিরীক্ষক কমিশন কর্তৃক তালিকাভুক্ত হয়।

(৫) প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন (corporate governance) নিশ্চিত কল্পে শর্তাদি, নীতিমালা (guideline), ইত্যাদি বিষয়ে কমিশন কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশ বা নির্দেশ এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি বা বাজার মধ্যস্থতাকারী পরিপালন করিবে।

(৬) উপ-ধারা (১) এবং (২) এর বিধানাবলি ক্ষুণ্ণ না করিয়া, প্রত্যেক এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি বা বাজার মধ্যস্থতাকারীর এবং উহাদের প্রত্যেক পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী, কমিশন কর্তৃক যে-কোনো সময় লিখিত আদেশ দ্বারা, যাচিত বিষয়াদি সম্পর্কিত বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী ব্যবসায় সম্পর্কিত বিষয়ে দলিল, তথ্যাদি বা ব্যাখ্যা দাখিল করিবে।

অধ্যায়: ৫
সিকিউরিটি লেনদেন, তালিকাভুক্তি, ইত্যাদি

২৫। **সিকিউরিটির লেনদেনের উপর বাধানিষেধ**।— (১) স্টক-ব্রোকার বা স্টক-ডিলার ব্যতিত কোনো ব্যক্তি কোনো এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটির লেনদেন বা ব্যবসা করিতে পারিবেন না।

(২) ক্লিয়ারিং ও সেটল্‌মেন্ট অংশগ্রহণকারী ব্যতিত কোনো ব্যক্তি কোনো এক্সচেঞ্জে লেনদেনকৃত সিকিউরিটির ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্টে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না।

(৩) সরকারি সিকিউরিটি ব্যতিত কোনো সিকিউরিটি কোনো এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত না হইলে উহা উক্ত এক্সচেঞ্জে লেনদেন করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো তালিকাচ্যুত সিকিউরিটির লেনদেন কমিশন যেইরূপ নির্দেশনা প্রদান করিবে সেইরূপ পদ্ধতিতে করা যাইবে।

(৪) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোনো অ-তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির লেনদেন বা হস্তান্তর প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজড করা যাইবে।

(৫) কোনো ব্যক্তি এক্সচেঞ্জের বাহিরে, উক্ত এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোনো সিকিউরিটির স্টক-ডিলার হিসাবে কাজ করিতে পারিবে না।

(৬) ট্রেক হোল্ডার (TREC Holder) ব্যতিত কোনো ব্যক্তি এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত নয় এমন কোনো সিকিউরিটিজের স্টক-ব্রোকার বা স্টক-ডিলার হিসাবে কাজ করিতে পারিবে না।

২৬। **সিকিউরিটির তালিকাভুক্তি ও তালিকাচ্যুতি**।– (১) কোনো ইস্যুয়ার তাহার কোনো সিকিউরিটি কোনো এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইলে, তিনি উক্ত এক্সচেঞ্জে, এতদ্‌সংক্রান্ত প্রবিধানমালায় বর্ণিত নির্ধারিত ফরম মোতাবেক একটি আবেদন জমা দিবেন এবং আবেদনের একটি অনুলিপি কমিশনে জমা দিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন গ্রহণের পর এক্সচেঞ্জ, যদি প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত শর্তসমূহ পূরণ করিয়াছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জ উক্ত সিকিউরিটি লেনদেনের জন্য তালিকাভুক্ত করিবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে এক্সচেঞ্জ কোনো সিকিউরিটি তালিকাভুক্ত করিতে অস্বীকৃতি জানায়, সেইক্ষেত্রে আবেদনকারী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে কমিশন, এক্সচেঞ্জকে উক্ত সিকিউরিটি তালিকাভুক্ত করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উপযুক্ত শুনানি ব্যতিরেকে কমিশন উক্তরূপ কোনো নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে না।

(৪) যেইক্ষেত্রে কোনো সিকিউরিটি তালিকাভুক্তির পর কমিশন বা এক্সচেঞ্জ এর নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আবেদনটিতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঘাটতি রহিয়াছে বা ইস্যুয়ার কোনো নির্ধারিত শর্ত বা আবশ্যকতা পরিপালনে ব্যর্থ হইয়াছে এবং জনস্বার্থে উক্ত সিকিউরিটির তালিকাভুক্তি অব্যাহত থাকা উচিত নহে তাহা হইলে কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, এক্সচেঞ্জ আদেশের মাধ্যমে ইস্যুয়ারকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত ঘাটতি সংশোধন বা নির্ধারিত শর্ত বা আবশ্যকতা পরিপালন করাইতে পারিবে বা তালিকাভুক্তি প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(৫) কোনো ইস্যুয়ার প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোনো তালিকাভুক্ত সিকিউরিটি তালিকাচ্যুত করিবার জন্য এক্সচেঞ্জে আবেদন করিতে পারিবে; তবে উক্ত এক্সচেঞ্জ বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষায়, আবেদনটি অগ্রাহ্য করিতে বা প্রয়োজনীয় বা যথাযথ শর্তে অনুমোদন করিতে পারিবে।

(৬) যেইক্ষেত্রে কোনো এক্সচেঞ্জ কোনো সিকিউরিটিকে তালিকাচ্যুত করিতে অস্বীকার করে, সেইক্ষেত্রে কমিশন, আবেদনকারী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে, এক্সচেঞ্জকে উক্ত সিকিউরিটি তালিকাচ্যুত করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উপযুক্ত শুনানি ব্যতিরেকে কমিশন উক্তরূপ কোনো নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে না।

(৭) কোনো ইস্যুয়ারকে শুনানির সুযোগ প্রদান ব্যতিরেকে উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত কোনো আবেদন অগ্রাহ্য বা উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোনো তালিকাভুক্তি প্রত্যাহার করা যাইবে না।

২৭। **সিকিউরিটির বাধ্যতামূলক তালিকাভুক্তি।**– যেইক্ষেত্রে কমিশন, কোনো সিকিউরিটির প্রকৃতি এবং উহার লেনদেন পদ্ধতি বিবেচনাক্রমে এই অভিমত পোষণ করে যে, জনস্বার্থে এইরূপ করা প্রয়োজন বা সমীচীন, সেইক্ষেত্রে ইহা, এক্সচেঞ্জের সহিত পরামর্শক্রমে এবং ক্ষেত্রমত, উক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ারকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া, সুনির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখপূর্বক এক্সচেঞ্জকে উক্ত সিকিউরিটি তালিকাভুক্ত করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইস্যুয়ার কোম্পানির প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, যদি থাকে, উহার অনাপত্তি গ্রহণ করিতে হইবেঃ

তবে আরো শর্ত থাকে যে, তালিকাভুক্ত করিবার নিমিত্ত উক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ার উহার প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি গ্রহণ করিয়া থাকিলে, পুনরায় অনাপত্তি গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না।

২৮। **তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির লেনদেন স্থগিত, ইত্যাদি।**–(১) কোনো এক্সচেঞ্জ বাজারের স্বার্থে বা জনস্বার্থে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলে, কারণ উল্লেখপূর্বক আদেশ দ্বারা, কোনো তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির ক্রয়-বিক্রয় স্থগিত করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন, বিশেষ ক্ষেত্রে, এক্সচেঞ্জকে কোনো সিকিউরিটির ক্রয়-বিক্রয় স্থগিত বা পুনরায় ক্রয়-বিক্রয় চালুকরণ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ ৬০ (ষাট) দিন মেয়াদের জন্য বলবৎ থাকিবে, যাহা এক্সচেঞ্জ, বা ক্ষেত্রমত, কমিশন, যে-কোনো সময় প্রত্যেকবার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারিবে।

২৯। **সরল বিশ্বাসে অর্জিত সিকিউরিটি।**– (১) কোনো ব্যক্তি, যিনি বিনা প্রতারণায় এবং বৈধ প্রতিদানের বিনিময়ে কোনো ইকুইটি সিকিউরিটি, স্ক্রিপ, বন্ড, ডিবেঞ্চার, সুকুক বা ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক সিকিউরিটি, ডিবেঞ্চার স্টক, বা এইরুপ কোনো সিকিউরিটিজের মালিক হন এবং যাহার নিকট হইতে তিনি স্বত্ব অর্জন করিয়াছেন, তাহার স্বত্বের ক্রটি সম্পর্কে জ্ঞাত নহেন, তিনি পক্ষগণের মধ্যে স্বত্বের ক্রটি থাকা সত্ত্বেও উক্ত সার্টিফিকেট ও উহার সহিত সকল অধিকার ক্রটিমুক্তভাবে ধারণ করিবেন।

(২) কোনো এক্সচেঞ্জ সিকিউরিটি বা সিকিউরিটিজ আকারে সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য আবশ্যকীয় দলিলায়ন, পদ্ধতি ও নিশ্চয়তা এবং পক্ষসমূহের অধিকার ও দায়ের উপর উহাদের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে; এবং এইরূপ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, উহা এক্সচেঞ্জে সম্পাদিত চুক্তির অবিচ্ছেদ্য ও বলবৎযোগ্য শর্তাবলি হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং চুক্তি আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সনের ৯ নং আইন), নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮১ (১৮৮১ সনের ২৬ নং আইন), ট্রান্সফার অব প্রোপার্টি অ্যাক্ট, ১৮৮২ (১৮৮২ সনের ৪ নং আইন), বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন), বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ বিধান থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের এবং ইস্যুয়ার কর্তৃক সংরক্ষিত তালিকাভুক্ত সিকিউরিটি বহিতে (Books of Issuer) অন্তর্ভুক্ত শেয়ারের অধিকার ও দায় নির্ধারণ করিবে।

অধ্যায়ঃ ৬
ইস্যুয়ারদের নিয়ন্ত্রণ

৩০। **তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ার কর্তৃক পরিপালন, ইত্যাদি।–** (১) কোনো তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এক্সচেঞ্জ, সিকিউরিটির ধারক এবং কমিশনের নিকট আর্থিক বিবরণীসহ উহার বিষয়াদির একটি বার্ষিক প্রতিবেদন বা এইরূপ বিবরণী ও অন্যান্য প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া, কমিশন যে-কোনো সময় লিখিত আদেশ দ্বারা চাহিলে, কোনো তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ার কমিশনের নিকট উহার বা উহার নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানি বা অধীনস্থ কোম্পানির সহিত সম্পর্কিত বিষয়াদির দলিল, তথ্য বা ব্যাখ্যা দাখিল করিবে।

(৩) কোনো তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ার ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এর ধারা ৪০ এর বিধান অনুযায়ী প্রণীত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড ও অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড এবং কমিশন কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত অন্যান্য নির্দেশনা অনুসরণ করিয়া আর্থিক বিবরণী ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং প্রয়োজনীয় দলিলাদি উপস্থাপন করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কোম্পানির প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের এতদ্‌সংক্রান্ত বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে আর্থিক বিবরণী ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৪) কোনো তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ার কর্তৃক উপস্থাপিত আর্থিক বিবরণী বা অনুরূপ বিবরণী বা প্রতিবেদন কোনো কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিবেন না, যদি না উহা কমিশন কর্তৃক তালিকাভুক্ত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ উপস্থাপিত হয়।

(৫) ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫; Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (PO. NO 2 of 1973) বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইন অনুসারে নিরীক্ষক হওয়ার জন্য যোগ্য যে-কোনো ব্যক্তি কোনো তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ারের আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা করিতে পারিবে যদি উক্ত নিরীক্ষক কমিশন কর্তৃক তালিকাভুক্ত হয়।

(৬) প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন (corporate governance) নিশ্চিত কল্পে শর্তাদি, নীতিমালা (guideline), ইত্যাদি বিষয়ে কমিশন কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশ বা নির্দেশ তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ার পরিপালন করিবে।

(৭) উপ-ধারা (১)-(৬) এ বর্ণিত শর্তাদি, নীতিমালা (guideline), আর্থিক বিবরণীসহ বার্ষিক প্রতিবেদন বা এরূপ বিবরণী ও অন্যান্য প্রতিবেদন, দলিল, তথ্য বা ব্যাখ্যা দাখিল বা পরিপালন করিতে ব্যর্থ হইলে, কমিশন বাজার ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে, তালিকাভুক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠনের আদেশসহ কমিশনের বিবেচনায় উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় অন্য যে-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তালিকাভুক্ত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠনের আদেশ প্রদানের পূর্বে কমিশন সংশ্লিষ্ট ইস্যুয়ারের প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিবে, অতঃপর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠনের জন্য প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করিবেঃ

তবে আরো শর্ত থাকে যে, বিদ্যমান পরিচালনা পর্ষদকে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া কোনো ইস্যুয়ার কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ এর পুনর্গঠন করা যাইবে না:

তবে আরো শর্ত থাকে যে, কোম্পানির বিদ্যমান পরিচালনা পর্ষদ শুনানিতে অংশ গ্রহণ না করিলে, কমিশন, একতরফাভাবে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠনের আদেশ দিতে পারিবে।

(৮) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা কোনো চুক্তি বা কোনো কোম্পানির সংঘস্মারক ও সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন উপ-ধারা (৬) বা উপ-ধারা (৭) অনুযায়ী জারিকৃত আদেশ বা নির্দেশে বর্ণিত শর্ত বা নিয়মাচার প্রাধান্য পাইবে।

৩১। **তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি সিকিউরিটির সুবিধাভোগী মালিকের বিবরণী জমাদান।**— ইস্যুয়ারের প্রত্যেক পরিচালক বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী, যিনি উহার কোনো শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি সিকিউরিটির সুবিধাভোগী মালিক হন বা আছেন, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্তরূপ সিকিউরিটির অন্যূন ১০ (দশ) শতাংশের সুবিধাভোগী মালিক হোন বা আছেন, তিনি কমিশনের নিকট উক্তরূপ সিকিউরিটির সুবিধাভোগী মালিকানা সম্পর্কে নির্ধারিত ফরমে এবং সময়ে বা বিরতিতে রিটার্ন দাখিল করিবেন।

৩২। **পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী এবং সুবিধাভোগী মালিক (beneficial owner) কর্তৃক ক্রয়-বিক্রয়।**— (১) যেইক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি সিকিউরিটি ইস্যুয়ারের কোনো পরিচালক অথবা কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা কোনো ব্যক্তি যিনি উক্তরূপ সিকিউরিটির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যূন ১০ (দশ) শতাংশের সুবিধাভোগী মালিক, যদি ০৬ (ছয়) মাসের কম সময়কালের মধ্যে উক্তরূপ কোনো সিকিউরিটির ক্রয় এবং বিক্রয়, অথবা বিক্রয় এবং ক্রয়ের মাধ্যমে কোনো লাভ করেন, সেইক্ষেত্রে এইরূপ পরিচালক বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা সুবিধাভোগী মালিক ইস্যুয়ারের নিকট তৎসম্পর্কে একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন, এবং উক্ত লেনদেনের মাধ্যমে অর্জিত লাভের অর্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যুয়ারের হিসাবে জমা প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বে চুক্তিবদ্ধ কোনো ঋণ পরিশোধের বিনিময়ে সরল বিশ্বাসে অর্জিত কোনো সিকিউরিটির ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা সুবিধাভোগী মালিক উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুরূপ কোনো লাভ উহা অর্জনের পর ০৬ (ছয়) মাস সময়কালের মধ্যে, বা উহার জন্য দাবির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, যাহা পরে হয়, প্রদান করিতে ব্যর্থ হন বা অবহেলা করেন বা ইস্যুয়ার উহা আদায় করিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ লাভ কমিশনের উপর ন্যস্ত হইবে, যাহা বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৩৩। **শর্ট-সেলিং (Short Selling) নিষিদ্ধকরণ।**— তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি সিকিউরিটির ইস্যুয়ারের কোনো পরিচালক, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি, ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকার, এজেন্ট, নিরীক্ষক, বিনিয়োগ উপদেষ্টা, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি বা কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্তরূপ সিকিউরিটির অন্যূন ১০ (দশ) শতাংশের সুবিধাভোগী মালিক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এইরূপ সিকিউরিটির শর্ট-সেলিং এ নিয়োজিত হইবেন না।

৩৪। **প্রক্সি, সম্মতি, ইত্যাদি**।-কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) বা কোনো তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ারের সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন, নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ারের কোনো প্রক্সি, সম্মতি বা ক্ষমতার্পণের অভিযাচন (Authorisation) নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

অধ্যায়: ৭
নিষিদ্ধকরণ এবং সীমাবদ্ধকরণ

৩৫। **গ্রাহকের সিকিউরিটি ধার, দায়বন্ধন (Hypothecation) এবং ঋণদান**।– কোনো স্টক-ব্রোকার বা স্টক-ডিলার বা উহার সহযোগী, বা মার্চেন্ট ব্যাংকার বা বিনিয়োগ ব্যাংকার বা অন্য কোনো বাজার মধ্যস্থতাকারী এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো বিধি লঙ্ঘন করিয়া, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে,-

(ক) কোনো সিকিউরিটি ক্রয় বা ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তিকে বা কোনো ব্যক্তির জন্য অর্থ বা সিকিউরিটি ধার বা ঋণ প্রদান করিবেন না বা উক্তরূপ ধার বা ঋণ বহাল রাখিবেন না, বা বিদ্যমান কোনো ধার বা ঋণের সীমা বর্ধিতকরণ বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন না; বা

(খ) কোনো গ্রাহকের হিসাবে ধারণকৃত কোনো সিকিউরিটির বিপরীতে ঋণ গ্রহণ বা ঋণ প্রদান বা ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন না; বা

(গ) কোনো গ্রাহকের হিসাবে ধারণকৃত কোনো সিকিউরিটি দায়বদ্ধ বা জামানত হিসেবে ব্যবহার করিবেন না বা দায়বদ্ধকরণ বা জামানত হিসাবে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিবেন না।

৩৬। **প্রতারণামূলক কার্য, সুবিধাভোগী ব্যবসা, কারসাজি, ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণ**।–(১) কোনো ব্যক্তি প্রতারণা মূলক কার্যক্রম (Fradulent activity), সুবিধাভোগী ব্যবসা (Insider trading) বা বাজার কারসাজি (Market manipulation) বা অসুদাপায়ে বা অন্য কোনো উপায়ে কোনো সিকিউরিটির ক্রয় বা বিক্রয়কে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রলুব্ধ বা প্ররোচিত করা, নিবৃত্ত করা, কার্যকর করা, বিরত করা বা যেকোনোভাবে তাহার সুবিধার দিকে প্রলুব্ধ বা প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে,-

(ক) এমন কোনো কৌশল, কারচুপি, ফন্দি বা চাতুরী প্রয়োগ করিবেন না, বা কোনো মাধ্যম ব্যবহার করিবে না, বা কোনো কাজ, চর্চা বা ব্যবসায়িক কার্যধারায় যুক্ত হইবে না, যাহা কোনো ব্যক্তির উপর প্রতারণা বা শঠতা হিসাবে কাজ করে বা কাজ করিতে পারে এরুপ অভিপ্রায় বা পরিকল্পনা প্রকাশ করে; বা

(খ) সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না এইরূপ কোনো বিষয়ে মতামত বা বিবৃতি প্রদান করিবে না; বা

(গ) কোনো মূল্য সংবেদনশীল তথ্য অবগত হইয়া বা উহাতে বিশ্বাস পোষণ করা সত্ত্বেও তৎসম্পর্কে বিবৃতিদান বা প্রকাশ করা হইতে বিরত থাকিবেন না বা উহা সক্রিয়ভাবে গোপন করিবেন; বা

(ঘ) শঠতার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে কোনো কিছু করিবার বা না করিবার জন্য প্ররোচিত করিবেন না; যাহা তাহার সহিত শঠতা না করা হইলে তিনি করিতেন না বা করা হইতে বিরত থাকিতেন; বা

(ঙ) ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ ম্যাধ্যমসহ কোনো প্রচার মাধ্যম বা অন্য কোনো মাধ্যম বা উপায়ে কোনো অসত্য বা মিথ্যা তথ্য বা বিবৃতি প্রকাশ করিয়া কোনো সিকিউরিটির মূল্যকে প্রভাবিত করিবেন না; বা

(চ) অপ্রকাশিত মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ব্যবহার করিয়া কোনো সিকিউরিটির মূল্যকে প্রভাবিত করিবেন না; বা

(ছ) কোনো সিকিউরিটির প্রাথমিক ইস্যু মূল্য নির্ধারণে অযৌক্তিক বা বিভ্রান্তিমূলক দর প্রদান করিয়া ইস্যু মূল্যকে প্রভাবিত করিবেন না; বা

(জ) এইরূপ কোনো কাজ বা চর্চা করিবেন না বা ব্যবসায়িক কার্যধারায় যুক্ত হইবেন না বা কোনো কার্য হইতে বিরত থাকিবেন না, যাহা কোনো ব্যক্তির উপর প্রতারণা, শঠতা বা কারসাজি হিসাবে কাজ করে, বিশেষভাবে-

(১) কোনো মনগড়া বা কল্পিত বাজারদর প্রদান;

(২) কোনো সিকিউরিটির সক্রিয় লেনদেনের মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর চিত্র সৃষ্টিকরণ;

(৩) সিকিউরিটির এইরূপ কোনো লেনদেন কার্যকর করা যাহাতে উহার সুবিধাভোগী মালিকানায় কোনো পরিবর্তন না হয়;

(৪) কোনো সিকিউরিটির ক্রয় এবং বিক্রয়ের জন্য এইরূপ এক বা একাধিক আদেশ প্রদান করা, যাহা প্রকারান্তরে পরস্পরকে বাতিল করে এবং উক্ত সিকিউরিটির সুবিধাভোগী মালিকানায় কোনো পরিবর্তন না ঘটায়;

(৫) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো সিকিউরিটিতে এইরূপ উদ্দেশ্যমূলক ধারাবাহিক লেনদেন (series of transaction) করা, যাহার ফলে উক্ত সিকিউরিটিতে সক্রিয় লেনদেনের (active trading) চিত্র সৃষ্টি হয়, বা অন্যদেরকে ক্রয়ে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে উহার মূল্য বৃদ্ধি বা অন্যদেরকে বিক্রয়ে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে উহার মূল্যহ্রাসের চিত্র সৃষ্টি করে;

(৬) কোনো তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি সিকিউরিটির ইস্যুয়ারের কোনো পরিচালক বা কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা উক্ত সিকিউরিটির অন্যূন ১০ (দশ) শতাংশের সুবিধাভোগী মালিক কর্তৃক উক্ত সিকিউরিটি ক্রয় বা বিক্রয়ের সময় কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা থাকা সত্ত্বেও উহা প্রকাশ করা হইতে বিরত থাকা;

(৭) কোনো ডেরিভেটিভের মূলগত সম্পত্তি (Underlying assets) তথা, সিকিউরিটি বা আর্থিক সম্পদ বা কমোডিটি এর মূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধির মাধ্যমে ডেরিভেটিভের মূল্যকে প্রভাবিত করা;

(৮) কোনো কোম্পানির কর্তৃত্বগ্রহণ বা একীভূতকরণ বা অঙ্গীভূতকরণ বা পূণর্গঠনের ক্ষেত্রে সিকিউরিটির মূল্য বা বিনিময় অনুপাতকে প্রভাবিত করা; বা

(৯) কোনো ইস্যুয়ার বা উহার নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানি বা অধীন কোম্পানির আর্থিক বিবরণীতে বিভ্রান্তিমূলক, বা মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করা; আয় বা ব্যয়, লাভ বা লোকসান, সম্পদ বা দায় কম বা বেশি প্রদর্শন করা বা গোপন রাখা; বা কোনো উল্লেখযোগ্য তথ্য (Material Information) প্রকাশ না করিয়া সিকিউরিটির মূল্যকে প্রভাবিত করা; বা

(১০) কোনো সিকিউরিটির ইস্যুয়ারের আর্থিক বিবরণীর উপর প্রণীত নিরীক্ষা প্রতিবেদনে কোনো বিভ্রান্তিমূলক, অসত্য বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করিয়া প্রতিবেদন প্রদানপূর্বক উক্ত সিকিউরিটির মূল্যকে প্রভাবিত করা;

(১১) কোনো ব্যক্তি সংবাদ মাধ্যমে কোনো সিকিউরিটির অসত্য বা মিথ্যা বা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য সম্বলিত আর্থিক বিশ্লেষণ বা সংবাদ প্রকাশ করিয়া সিকিউরিটির মূল্যকে প্রভাবিত করা;

(১২) কোনো স্টক-ব্রোকার বা স্টক-ডিলার বা মার্চেন্ট ব্যাংকার বা অন্য কোনো বাজার মধ্যস্থতাকারী বা উহাদের কোনো পরিচালক বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা নিরীক্ষক বা সম্পদ মূল্যায়নকারী অসদুপায়ে বা কারসাজির মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোনো সিকিউরিটির ক্রয়, বিক্রয়, অর্জন, অধিগ্রহণ বা কর্তৃত্বগ্রহণে অংশগ্রহণ করিয়া, উক্ত সিকিউরিটির মূল্যকে প্রভাবিত করা;

(১৩) কোনো ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি কর্তৃক অসত্য বা মিথ্যা বা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য সম্বলিত আর্থিক বিশ্লেষণ বা রেটিং প্রকাশের মাধ্যমে কোনো সিকিউরিটির মূল্যকে প্রভাবিত করা;

(১৪) কোনো ইস্যু ব্যবস্থাপক বা কোনো অবলেখক বা সম্পদ মূল্যায়নকারী বা বিনিয়োগ উপদেষ্টা অসত্য বা মিথ্যা বা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য সম্বলিত আর্থিক বিশ্লেষণ বা যথাযথ অভিনিবেশ (Due Diligence) সনদ প্রদান বা প্রকাশের মাধ্যমে কোনো সিকিউরিটির ইস্যু মূল্যকে প্রভাবিত করা।

৩৭। **মিথ্যা বিবরণী, প্রতিবেদন, ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণ**।– কোনো ব্যক্তি, এই আইনের দ্বারা বা অধীন দাখিল করা প্রয়োজন এইরূপ কোনো বিবরণী, প্রতিবেদন, নথিপত্র, কাগজপত্র, হিসাব, তথ্য বা ব্যাখ্যায় বা এই আইনের অধীনে করা কোনো আবেদনে এইরূপ কোনো বিবৃতি দিবেন না বা তথ্য প্রদান করিবেন না, যাহা গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিকে মিথ্যা বা ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া তিনি জ্ঞাত বা তাহার কাছে এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে।

৩৮। **গোপনীয়তা রক্ষা**।– (১) কোনো ব্যক্তি কমিশনের অনুমতি ব্যতীত, আইনগতভাবে পাওয়ার অধিকার রাখেন না এইরূপ কোনো ব্যক্তির নিকট, এইরূপ কোনো তথ্য জানাইবেন না বা অন্য কোনোভাবে প্রকাশ করিবেন না, যাহা তাহার নিকট বিশ্বস্ততার সহিত প্রদান করা হইয়াছে বা যাহা তিনি এই আইনের অধীন কোনো কার্য সম্পাদনকালে পাইয়াছেন বা যে ক্ষেত্রে তাহার অধিগম্যতা ছিল।

(২) কমিশনের বর্তমান এবং সাবেক চেয়ারম্যান, সদস্য, কমিশনার বা কর্মচারী আইনগতভাবে পাওয়ার অধিকার রাখেন না এইরূপ কোনো ব্যক্তির নিকট কোনো তথ্য জানাইবেন না বা অন্য কোনোভাবে প্রকাশ করিবেন না, যাহা তাহার নিকট বিশ্বস্ততার সহিত প্রদান করা হইয়াছে বা যাহা তিনি এই আইনের অধীন কোনো কার্য সম্পাদনকালে পাইয়াছেন বা যে ক্ষেত্রে তাহার অধিগম্যতা ছিল।

৩৯। **নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ**।– (১) যেইক্ষেত্রে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোনো ব্যক্তি এই আইনের কোনো বিধান বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান লঙ্ঘনের সহিত জড়িত বা উক্ত লঙ্ঘনের পরিস্থিতি সৃষ্টি বা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো কার্য বা প্রক্রিয়ায় সহিত জড়িত বা কোনো ব্যক্তি কোনো কার্যের অবহেলা করিয়াছেন বা বিরত রহিয়াছেন বা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, যাহা উক্ত লঙ্ঘন সংঘটিত করিয়াছে, সেইক্ষেত্রে কমিশন, লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ কার্য করা হইতে বা প্রক্রিয়ায় জড়িত হওয়া হইতে বিরত থাকিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে; এবং যাহা উক্ত লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে পারে বা যে কার্য না করিলে বা করিতে ব্যর্থ হইলে উক্তরূপ লঙ্ঘন ঘটিতে পারে তাহা করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ব্যক্তিকে, কোনো নির্দেশ প্রদান করা হইলে, তিনি তদনুযায়ী নির্ধারিত পন্থায় এবং সময়ে, যদি থাকে, উহা পালনে বাধ্য থাকিবে।

অধ্যায়ঃ ৮
অনুসন্ধান, তদন্ত, শাস্তি, আপিল, রিভিউ, ইত্যাদি

৪০। **অনুসন্ধান বা তদন্ত**।- (১) এই আইনের অধীন কমিশন, স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বা তদারকি বা নজরদারি কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বা কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে বা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে-

কোনো সময়ে লিখিত আদেশ দ্বারা, এতদুদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করিতে পারিবে এবং উক্ত অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবে-

(ক) এই আইনে উল্লিখিত যে-কোনো ব্যক্তি বা বাজার মধ্যস্থতাকারী বা স্টক এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি বা কোনো সিকিউরিটি বা উহার কোনো ইস্যুয়ার বা উহাদের কোনো পরিচালক বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম বা বিষয়াবলি বা, অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত সিকিউরিটিজ বা সিকিউরিটিজ মার্কেট সংক্রান্ত কার্যক্রম বা বিষয়াবলি;

(খ) কোনো সিকিউরিটি বা উহার কোনো ইস্যুয়ার বা বাজার মধ্যস্থতাকারী বা স্টক এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানির নিরীক্ষক বা সম্পদ মূল্যায়নকারীর কার্যক্রম বা বিষয়াবলি।

(২) যেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে অনুসন্ধান বা তদন্তের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তি বা বাজার মধ্যস্থতাকারী, অধস্তন কর্তৃপক্ষ, আত্ম-নিয়ামক সংগঠন, ইস্যুয়ার, নিরীক্ষক বা সম্পদ মূল্যায়নকারী, বা উহার কোনো পরিচালক, ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, এবং অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তার বিবেচনায় উক্ত অনুসন্ধান বা তদন্তের সাথে প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদানে সক্ষম অন্যান্য প্রত্যেক ব্যক্তি, অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তার যেইরূপ প্রয়োজন হইতে পারে, সেইরূপ তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকিবে।

(৩) অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যে বিশেষজ্ঞ সহায়তার জন্য কমিশন পরামর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) অনুসন্ধান বা তদন্তকার্যে কমিশন সরকার বা সরকারি কোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের সহায়তা চাহিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যে কমিশন বা অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তাকে সহায়তা করিবে।

(৫) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীনে অনুসন্ধান, বা তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে, অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকতা বা ক্ষেত্রমত কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করিয়া সিকিউরিটি লেনদেনের সহিত সম্পর্কিত ব্যাংক হিসাবের তথ্য ও রেকর্ড কোনো ব্যাংক বা ক্ষেত্রমত কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে তলব করিতে পারিবে।

(৬) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীনে অনুসন্ধান, বা তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে, অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকতা, বা ক্ষেত্রমত কমিশন, যে-কোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ হইতে সিকিউরিটিজ লেনদেন বা এতদ্‌সংক্রান্ত তথ্য প্রচার এর সহিত সম্পর্কিত টেলিফোন, ইন্টারনেট, ই-মেইল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্য কোনো মাধ্যমের তথ্য ও রেকর্ড তলব করিতে পারিবে।

(৭) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তা, এইরূপ অনুসন্ধান বা তদন্তের প্রয়োজনে, অনুসন্ধান বা তদন্তের সহিত সংশ্লিষ্ট উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত যে-কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন বা অধিকারভুক্ত বা দখলাধীন যে-কোনো প্রাঙ্গন বা স্থাপনায় প্রবেশ করিতে, এবং এইরূপ ব্যক্তির অধিকারভুক্ত কাগুজে বা ইলেকট্রনিক হিসাব বহিসমূহ বা নথিপত্র বা তথ্য ও রেকর্ড তলব করিতে পারিবে, এবং প্রয়োজনে পরিদর্শন ও জব্দ করিতে পারিবে।

(৮) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তা, এইরূপ অনুসন্ধান বা তদন্তের প্রয়োজনে, কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, অনুসন্ধান বা তদন্তাধীন ব্যক্তির মালিকানাধীন বা অধিকারভুক্ত কোনো সিকিউরিটির লেনদেন বা হস্তান্তর সাময়িকভাবে স্থগিত (Freeze) করিতে পারিবে; এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অনুসন্ধান বা তদন্তাধীন ব্যক্তির মালিকানাধীন বা অধিকারভুক্ত

কোনো ব্যাংক হিসাবের লেনদেন সাময়িকভাবে স্থগিত করিবার জন্য বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে সুপারিশ করিতে পারিবে।

(৯) যেইক্ষেত্রে সিকিউরিটি লেনদেন বা পুঁজিবাজার বিষয়ক কোনো অপরাধ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর অধীন কোনো সম্পৃক্ত অপরাধ হিসাবে পরিগণিত হয়, সেইক্ষেত্রে অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তা, অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এ বর্ণিত অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তার ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়া উক্ত অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

(১০) উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুসন্ধান বা তদন্তের প্রয়োজনে, কোনো দেওয়ানি মোকদ্দমা বিচারকালে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫নং আইন) এর অধীন কোনো আদালতের উপর ন্যস্ত ক্ষমতার অনুরূপ ক্ষমতা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রেসমূহে অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তার থাকিবে, যথা-

(ক) কোনো ব্যক্তিকে উপস্থিত করিতে বাধ্য করা এবং শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক পরীক্ষা করা;

(খ) নথিপত্র উপস্থাপনে বাধ্য করা;

(গ) সাক্ষীকে উপস্হিত করিবার জন্য নোটিশ জারি এবং উপস্হিতি নিশ্চিতকরণ এবং সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা;

(ঘ) সাক্ষীগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য কমিশন নিয়োগ করা; এবং

(ঙ) দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এ উল্লেখিত ব্যক্তি সম্পর্কে গৃহীত কার্যধারা দন্ড বিধি (১৮৬০ সনের ৪৫নং আইন) এর ধারা ১৯৩ এবং ২২৮ অনুযায়ী "বিচার বিভাগীয় কার্যধারা" হিসাবে গণ্য হইবে।

(১১) কমিশন, এই ধারার অধীন কোনো অনুসন্ধান বা তদন্তের খরচ, যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিষয়াবলি, ব্যবসায় বা ক্ষেত্রমত, লেনদেনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বা কমিশন উপযুক্ত মনে করিলে নিবেদনকারী সিকিউরিটির ধারকগণের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে।

(১২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

৪১। **অর্থদন্ড, ইত্যাদি**।– (১) যদি কোনো ব্যক্তি-

(ক) এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা দাখিল করা প্রয়োজন এমন কোনো নথিপত্র, কাগজপত্র বা তথ্য দাখিল করিতে অস্বীকৃতি জানান বা ব্যর্থ হন; বা

(খ) এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান এর অধীন কমিশন কর্তৃক প্রণীত বা ইস্যুকৃত বা আরোপিত কোনো আদেশ বা নির্দেশ বা শর্ত বা বাধা-নিষেধ পালন করিতে অস্বীকৃতি জানান বা ব্যর্থ হন; বা

(গ) এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘন করেন বা লঙ্ঘন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন বা লঙ্ঘনে সহায়তা করেন বা অন্য কোনোভাবে পালন করিতে ব্যর্থ হন; বা

(ঘ) কোনো অনুসন্ধান বা তদন্তকালে অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে ব্যর্থ হন বা বাধা প্রদান করে:

তাহা হইলে কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কমিশনার বা কর্মকর্তা বা অধঃস্তন কোনো কর্তৃপক্ষ, উক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে শুনানির সুযোগ প্রদানের পর, উক্ত অস্বীকৃতি বা ব্যর্থতা বা লঙ্ঘন বা বাধা ইচ্ছাকৃত ছিল মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, লিখিত আদেশ দ্বারা সতর্ক করিয়া দিতে পারিবে বা অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপ ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে উহা অব্যাহত থাকাকালীন উক্ত ব্যক্তিকে প্রতিদিনের জন্য দশ হাজার টাকা হারে অতিরিক্ত অর্থদন্ড আরোপ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) থেকে (ঘ) এর বিধানাবলীর বিষয়ে বা ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (১২)-এ বর্ণিত অনুসন্ধান বা তদন্ত প্রতিবেদনের উপর শুনানীর উদ্দেশ্যে কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে যেই সকল ক্ষমতা কোনো দেওয়ানি আদালত Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীনে প্রয়োগ করিতে পারে, যথা:-

(অ) কমিশনে উপস্থিত হইবার জন্য কোনো ব্যক্তির উপর সমন জারি এবং তাহাকে কমিশনে উপস্থিত হইতে বাধ্য করা এবং শপথ করাইয়া তাহাকে জিজ্ঞেসাবাদ করা;

(আ) কোনো তথ্য সরবরাহ বা প্রয়োজনীয় কোনো দলিল দাখিল করা।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কমিশন কর্তৃক আরোপিত অর্থদন্ড অনাদায়ী হইলে উহা সরকারের বকেয়া ভূমি রাজস্বের ন্যায় আদায়যোগ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই ধারার অধীন অর্থদন্ডের আদেশ আরোপিত হইলে একই অপরাধের জন্য কোনো আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে না।

(৫) এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে বা কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক কোনো ক্ষতিপূরণ আদায়ের উদ্দেশ্যে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি অনুসরণ করা যাইবে।

(৬) অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন কমিশন কর্তৃক আরোপিত অর্থদন্ডের ১৫ (পনের) শতাংশ অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান না করিয়া উক্তরূপ দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে ধারা ৪৩ এর উপধারা (১) এর অধীন আপিল বা উপধারা (৫) এর অধীন পুনঃ বিবেচনা (Review) বা কোনো আদালতে মামলা বা আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

৪২। **দন্ড, ইত্যাদি**।– (১) যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের ধারা ৩৬ এর বিধান লঙ্ঘন করেন বা লঙ্ঘন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন বা লঙ্ঘনে সহায়তা করেন এবং কমিশন যদি উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত পূর্বক মামলা দায়ের করে, তবে উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বৎসরের কারাদন্ড, বা অন্যূন দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেনঃ

তবে উক্তরূপ বিধান লঙ্ঘন বা লঙ্ঘন করার উদ্যোগ গ্রহণ বা লঙ্ঘনে সহায়তা প্রদানের প্রকৃতি বা ফলাফল বিবেচনায় কমিশন উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অর্থদন্ড আরোপ করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত কারাদন্ড বা জরিমানা ছাড়াও এই আইনের ধারা ৩৬ এর বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি কর্তৃক বেআইনীভাবে আহরিত অর্থ, সিকিউরিটি বা সম্পদ সংশ্লিষ্ট আদালত বাজেয়াপ্ত করিতে বা বাজেয়াপ্ত করিয়া যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ (Disgorgement) এর আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, তবে আদেশকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ মোট আর্থিক ক্ষতির দ্বিগুণের কম হইবে না।

(৩) সুবিধাভোগী ব্যবসার মাধ্যমে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে এই আইনের ধারা ৩৮ লঙ্ঘন করিয়া কোনো তথ্য প্রকাশ করা হইলে উহা একটি দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) যিনি উপ-ধারা (৩) লঙ্ঘন করিবেন, তিনি অনধিক ০৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদন্ড, বা অন্যূন ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৪৩। **আপিল, পুনঃ বিবেচনা (Review), ইত্যাদি** ।- (১) কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কমিশনার বা কর্মকর্তা বা অধস্তন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান অনুসারে

জারিকৃত বা ইস্যুকৃত আদেশে কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময় ও পন্থায় উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন; এবং এই আপিলের উপর কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(২) নির্ধারিত সময়ের পর দায়েরকৃত কোনো আপিল গ্রহণযোগ্য হইবেনা তবে আপিলকারী যদি এই মর্মে কমিশনকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপিল দায়ের না করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল, সে ক্ষেত্রে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দায়েরকৃত আপিল কমিশন গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার অধীন আপিল, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে এবং তদ্বারা নির্ধারিত ফিস প্রদান করিয়া দায়ের করিতে হইবে এবং যে আদেশের বিরুদ্ধে উহা দায়ের করা হইতেছে উহার কপি আপিলের সহিত সংযোজন করিতে হইবে।

(৪) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যেক আপিল নিষ্পত্তি হইবে এবং আপিলকারীকে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া কোনো আপিল নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

(৫) আপিল আদেশের তারিখ হইতে একশত ১৮০ (আশি) দিনের মধ্যে কোনো আবেদনের প্রেক্ষিতে অথবা কমিশন নিজ উদ্যোগে মীমাংসিত বিষয় পুনঃ বিবেচনা (Review) করিতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৪৪। **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি**।–এই আইনের অধীন, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় সিকিউরিটি সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তি বা কোনো বিনিয়োগকারীর ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি অনুসরণ করা যাইবে।

৪৫। **তথ্য প্রদানকারীর বা তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় গোপন রাখা**।– (১) এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনের বিষয়ে কোনো তথ্য প্রদানকারী বা প্রকাশকারী ব্যক্তি কর্তৃক কমিশনকে প্রদত্ত কোনো তথ্য (information) কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে না, বা কোনো পক্ষকে তথ্য প্রদানকারীর বা প্রকাশকারীর নাম, ঠিকানা বা পরিচয় প্রকাশ করিতে দেওয়া বা প্রকাশ করিতে বাধ্য করা যাইবে না, বা এমন কোনো তথ্য উপস্থাপন বা প্রকাশ করিতে দেওয়া যাইবে না যাহাতে তথ্য প্রদানকারীর বা প্রকাশকারীর পরিচয় প্রকাশিত হয় বা হইতে পারে।

(২) কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলার সাক্ষ্য প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত কোনো বহি, দলিল বা কাগজপত্রে যদি এমন কিছু থাকে, যাহাতে তথ্য প্রদানকারীর বা প্রকাশকারীর নাম, ঠিকানা বা পরিচয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহা হইলে কমিশন বা আদালত কোনো ব্যক্তিকে উক্ত বহি, দলিল বা কাগজপত্রের যে অংশে উক্তরূপ পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকে সেই অংশ পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান করিবে না।

(৩) কমিশনের নিকট তথ্য প্রদানের দায়ে কোনো তথ্য প্রকাশকারী বা প্রদানকারীর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট নিয়োগদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো ব্যবস্থা করা যাইবে না।

(৪) কমিশন এই ধারার উদ্দেশ্যেপূরণকল্পে বিধি দ্বারা নিধারিত পন্থায় করণীয় বিষয় নির্ধারণ করিবে।

ব্যাখ্যা: "তথ্য প্রকাশকারী বা প্রদানকারী "অর্থে বাজার মধ্যস্থাতাকারী বা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ইস্যুয়ার এর কোনো পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে বুঝাইবে।

৪৬। **দেওয়ানি দায়সমূহ** (Civil Liabilities) ।– (১) এই আইনের কোনো বিধান বা তদধীন প্রণীত কোনো বিধি বা প্রবিধান লঙ্ঘন করিয়া প্রণীত প্রতিটি চুক্তি, বা উক্ত চুক্তির কোনো পক্ষের অধিকার বা চুক্তির পক্ষ নহে তবে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়া উক্ত চুক্তির অধীন কোনো ব্যক্তি যেই অধিকার লাভ করিয়াছেন, যাহা উক্তরূপ লঙ্ঘনের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা বাতিলযোগ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর কোনো লঙ্ঘনে নিজে কোনো পক্ষ না হইয়াও এইরূপ চুক্তির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কোনো ব্যক্তি উক্ত চুক্তির যেই পর্যন্ত বাস্তবায়ন হইয়াছে সেই পর্যন্ত রথ করিতে বা যেইক্ষেত্রে রথ করা সম্ভব নয় সেইক্ষেত্রে ক্ষতির জন্য মামলা করিতে পারিবেন।

(৩) কোনো ব্যক্তি যিনি এই আইন বা তদধীনে প্রনীত কোনো বিধি বা প্রবিধানের অধীন কমিশন বা কোনো স্টক এক্সচেঞ্জের নিকট দাখিলকৃত কোনো আবেদন, প্রতিবেদন বা নথিপত্রে এইরূপ কোনো বিবৃতি প্রদান করেন বা প্রদানের ব্যবস্থা করেন যাহা, যে সময়ে এবং যেই পরিস্থিতির আলোকে উহা প্রস্তুত করা হইয়াছিল সেই প্রেক্ষিতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর ছিল, সেইক্ষেত্রে তিনি উক্ত বিবৃতি বিশ্বাস করিয়া সিকিউরিটির ক্রয় বা বিক্রয়কারী ব্যক্তির উক্ত বিশ্বাস দ্বারা সংঘটিত ক্ষতির জন্য দায়ী থাকিবেন, যদিও উক্ত দুই জনের মধ্যে কোনো চুক্তিগত সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক:

তবে উক্ত ব্যক্তি যিনি উক্ত আবেদন, প্রতিবেদন বা নথিপত্র প্রণয়ন করিয়া ছিলেন বা প্রণয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, প্রমাণ করেন যে, তিনি সরল বিশ্বাসে কাজ করিয়াছিলেন এবং বিবৃতি মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর ছিল বলিয়া তাহার জানা ছিল না বা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গাত ভিত্তি ছিল না, সেইক্ষেত্রে তিনি দায়বদ্ধ হইবেন না।

(৪) ধারা ৩৬ ভঙ্গ করিয়া কোনো কাজ বা লেনদেনে অংশগ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি, উক্ত কাজ বা লেনদেনের উপর বিশ্বাস করিয়া কোনো সিকিউরিটির ক্রয় বা বিক্রয়কারী ব্যক্তির নিকট উক্ত বিশ্বাস দ্বারা সংঘটিত ক্ষতির জন্য দায়ী থাকিবেন, যদিও উক্ত দুই জনের মধ্যে কোনো চুক্তিমত সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুকঃ

তবে উক্ত ভঙ্গকারী ব্যক্তি প্রমাণ করেন যে, তিনি সরল বিশ্বাসে কাজ করিয়াছিলেন এবং কোনো প্রতারণা, অসত্যতা বা বিচ্যুতি ছিল বলিয়া তাহার জানা ছিলনা বা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গাত ভিত্তি ছিলনা, সেইক্ষেত্রে তিনি দায়বদ্ধ হইবেন না।

(৫) প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ধারার অধীন দায়ী কোনো ব্যক্তির বিষয়াবলির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেন, তিনিও যেই ব্যক্তির বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে সেই ব্যক্তির সমপরিমাণ দায়ী হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করেন যে, তিনি সরল বিশ্বাসে কাজ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত কার্যে বা কার্যসমূহ সংগঠনে প্ররোচিত করেন নাই।

(৬) এই ধারায় অধীন দায় হইবে যৌথ ও পৃথক; এবং প্রত্যেক দায়ী ব্যক্তি চুক্তিভুক্ত কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে, যিনি মূল মামলায় যুক্ত হইলে চুক্তিবদ্ধ অংশের সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধে দায়ী হইতেন, যদি না বাদি এবং বিবাদি প্রতারণামূলক অসত্য উপস্থাপনের জন্য বাদি দায়ী এবং বিবাদি দায়ী না হন।

(৭) এই ধারায় অধীন দায় হইবে যৌথ ও পৃথক এবং, প্রত্যেক দায়ী ব্যক্তি চুক্তিভুক্ত কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে, যিনি মূল মামলায় অন্তর্ভুক্ত হইলে একই বা সমান অর্থদন্ডের প্রদানের জন্য দায়ী হইতেন, চুক্তিবদ্ধ অংশ আদায় করিতে পারিবেন, যদি না বাদি এবং বিবাদি প্রতারণামূলক অসত্য উপস্থাপনের জন্য দায়ী হন।

(৮) কার্যকারণ উদ্ভবের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর শেষ হইবার পর, এই ধারায় প্রদত্ত অধিকার বা প্রতিকার প্রাপ্তির জন্য কোনো মামলা দায়ের করা যাইবে না।

(৯) এই আইনে প্রদত্ত অধিকার বা প্রতিকারসমূহ আপাতত বলবৎ অন্য যে-কোনো আইনের অধীনে প্রাপ্য অন্য কোনো অধিকার বা প্রতিকারসমূহের অতিরিক্ত হইবে।

অধ্যায়: ৯
অপরাধ, বিচার, ট্রাইব্যুনাল, ইত্যাদি

৪৭। **কোম্পানি বা কৃত্রিম আইনগত সত্ত্বা কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**।- এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনকারী যদি কোনো কোম্পানি বা কৃত্রিম আইনগতসত্ত্বা হয়, তাহা হইলে উহার প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপনা

কর্তৃপক্ষ, কোম্পানি সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা এজেন্ট বিধানটি লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন; যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে এবং উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

৪৮। **প্রমাণের দায়ভার**।– যেইক্ষেত্রে এই আইনের কোনো বিধান বা উহার অধীন কর্তৃপক্ষের সম্মতি বা অনুমতি ব্যতীত কোনো কার্য সম্পাদন করা যাইবে না মর্মে প্রদত্ত কোনো আদেশ লঙ্ঘনের জন্য কোনো ব্যক্তির বিচার করা হয় সেইক্ষেত্রে তিনি উক্তরূপ বিধান বা, ক্ষেত্রমত, আদেশ লঙ্ঘন করেন নাই, তাহা প্রমাণের দায়িত্ব উক্ত ব্যক্তির উপর বর্তাইবে।

৪৯। **অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ ও বিচার**।– (১) এই আইনের অধীন কোনো অপরাধের বিচার কেবলমাত্র ধারা ৫০ এর অধীন গঠিত স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে।

(২) কমিশন বা কমিশনের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার লিখিত রিপোর্ট বা অভিযোগের ভিত্তিতে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসামঞ্জস্য না হওয়া সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমে প্রযোজ্য হইবে।

(৪) যদি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধের সহিত অন্য কোনো অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার একই সংগে বা একই মামলায় করা প্রয়োজন, তাহা হইলে উক্ত অন্য অপরাধটির বিচারও এই আইনের অধীন অপরাধের সহিত একই সংগে অত্র ট্রাইব্যুনালে করা যাইবে।

(৫) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে-কোনো সময়, ধারা ৫০ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত যে-কোনো ট্রাইব্যুনাল বিলুপ্ত করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ বিলুপ্ত করিবার সময়, সরকার, একই প্রজ্ঞাপনে, উক্ত বিলুপ্ত ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা বা মামলাসমূহ কোনো আদালতে স্থানান্তরিত হইবে এবং নিষ্পত্তি হইবে সেটাও উল্লেখ করিবে।

৫০। **স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা**।– (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে এক বা একাধিক স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল একজন দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং উহার ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন আদি এখতিয়ার প্রয়োগকারী দায়রা আদালতের সকল ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) কোনো দায়রা আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বা কমিশনের আবেদনের প্রেক্ষিতে এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ১২০ (একশত বিশ) দিবসের মধ্যে উক্ত আদালতে বা উহার অধঃস্তন কোনো আদালতে চলমান মামলা বা প্রসিডিং উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করিবেন এবং স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে, যে পর্যায় হইতে মামলা বা প্রসিডিং স্থানান্তরিত হইয়াছে সেই পর্যায় হইতে বিচারকার্য শুরু করিবে।

(৪) স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, রায় বা আরোপিত দণ্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত আদেশ, রায় বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করিতে পারিবে।

অধ্যায়: ১০
কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি, প্রতিবেদন, ইত্যাদি

৫১। **কমিশনের তহবিল**।- (১) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন তহবিল নামে কমিশনের একটি তহবিল থাকিবে এবং এই তহবিলে সরকারের অনুদান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে-কোনো অর্থ জমা হইবে।

(২) তহবিলের অর্থ কমিশনের নামে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে।

(৩) তহবিল হইতে কমিশনের চেয়ারম্যান, কমিশনার ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হইবে এবং কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন উহার কোনো সম্পদ ধারণ বা প্রাপ্তির জন্য কোনো প্রকার আয়কর প্রদানের জন্য দায়ী হইবে না এবং উক্ত কর প্রদান হইতে কমিশনকে এতদ্বারা অব্যাহতি প্রদান করা হইল।

৫২। **বার্ষিক বাজেট বিবরণী**।– (১) কমিশন প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

(২) সরকার প্রতি অর্থ বৎসর কমিশনের ব্যয়ের জন্য উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে, এবং উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা কমিশনের জন্য আবশ্যক হইবে না।

৫৩। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা, ইত্যাদি**।– (১) কমিশন যথাযথভাবে কমিশনের হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন এবং সরকার উহা জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবে।

(৩) উপধারা (২) এর মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিশনের যে-কোনো কমিশনার বা কর্মচারীর বক্তব্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৫৪। **বার্ষিক প্রতিবেদন, ইত্যাদি**।-

(১) প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে কমিশন তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবে।

(২) এই ধারার অধীন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর মহামান্য রাষ্ট্রপতি উহা জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

অধ্যায়ঃ ১১
বিবিধ

৫৫। **উপদেষ্টা কমিটি**।– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরামর্শ এবং সহায়তা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কমিশন উপযুক্ত মনে করিলে, এই আইন ও সিকিউরিটিজ মার্কেট সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৫৬। **অব্যাহতি**।– কমিশন, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের সকল বা যে-কোনো বিধানের কার্যকারিতা হইতে যে-কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণি, বা যে-কোনো সিকিউরিটি বা সিকিউরিটি-শ্রেণি বা যে-কোনো লেনদেন বা লেনদেন শ্রেণিকে সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৫৭। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ**।- এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোনো বিধি, প্রবিধান, আদেশ বা নির্দেশ, নীতিমালার অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কার্য বা কার্য সম্পাদনের অভিপ্রায়ের ফলে

কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী, কমিশনের চেয়ারম্যান, কমিশনার বা কর্মচারী, বা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিয়োগকৃত কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অধস্তন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৫৮। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিবার পূর্বে প্রস্তাবিত বিধির উপর সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি আহবান করিয়া দেশের বহুল প্রচারিত অন্যূন একটি বাংলা এবং একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় উহা প্রকাশ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি দাখিল করিবার জন্য অন্যূন দুই সপ্তাহ সময় দিতে হইবে।

(২) কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন সংশ্লিষ্টদের মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি আহবান করা জনস্বার্থে যথাযথ হইবে না বলিয়া বিবেচিত হইলে, কমিশন, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সংশ্লিষ্ট বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) কোনো এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটেল্‌মেন্ট কোম্পানি যে সকল বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারে এমন কোনো বিষয়েও কমিশন বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ১১ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন চাকুরির শর্তাবলী ও সুবিধাদি সংক্রান্ত কোনো বিধি সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে প্রণয়ন বা সংশোধন করা যাইবে না।

(৫) উপ-ধারা (১) হইতে উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত সকল বিধি সরকারকে অনতিবিলম্বে অবহিত করিতে হইবে।

৫৯। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।– (১) এই আইনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে, কোনো এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটেল্‌মেন্ট কোম্পানি, কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে, আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষত এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, নিম্নবর্ণিত সকল বা যে-কোনো ক্ষেত্রে স্ব-স্ব বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করা যাইবে, যথা-

(ক) পরিচালনা পর্ষদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি;

(খ) ট্রেক হোল্ডার বা অংশগ্রহনকারী হওয়ার যোগ্যতা, ট্রেক হোল্ডার বা অংশগ্রহণকারীর অন্তর্ভুক্তিকরণ, সাময়িক স্থগিতকরণ এবং বহিষ্কারকরণ, শাস্তিসহ ট্রেক হোল্ডার বা অংশগ্রহণকারীর শৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট বিষয়;

(গ) ট্রেক হোল্ডার বা অংশগ্রহণকারী শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক;

(ঘ) কোনো ট্রেক হোল্ডার বা অংশগ্রহণকারীর আর্থিক দায়, ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন, ন্যূনতম মূলধন, নিট মূলধন বা সর্বমোট ঋণগ্রস্ততার অনুপাত বা উভয়বিধ;

(ঙ) ট্রেক হোল্ডার বা অংশগ্রহনকারীগণ কর্তৃক নিজস্ব হিসাবে কারবার নিয়ন্ত্রণ; ব্যবসা-সংক্রান্ত অনুরোধের পদ্ধতি; হিসাববহি এবং আর্থিক প্রতিবেদন সংরক্ষণ পন্থা;

(চ) ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করিবার জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের এবং কমিটিসমূহের বাছাই পদ্ধতি;

(ছ) পরিচালকগণের যোগ্যতা, কার্যাবলি ও শাস্তিসহ শৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট বিষয়;

(জ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরির শর্তাবলী ও শাস্তিসহ শৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট বিষয়;

(ঝ) এক্সচেঞ্জ কর্তৃক সিকিউরিটির তালিকাভুক্তি বা তালিকাচ্যুতিকরণ;

(ঞ) কোনো ইস্যুয়ারের নিবন্ধন প্রক্রিয়া এবং এতদুদ্দেশ্যে দাখিলতব্য বিবরণাদি;

(ট) সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয়ের পদ্ধতি, সাময়িক স্থগিতকরণ, দিন ও ঘন্টার নিয়ন্ত্রণ;

(ঠ) কমোডিটি ডেরিভেটিভস বা ফিন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিস ক্রয় বিক্রয়ের পদ্ধতি, সাময়িক স্থগিতকরণ, দিন ও ঘন্টার নিয়ন্ত্রণ;

(ড) চুক্তি এবং নিষ্পত্তির ধরন এবং খেলাপ বা দেউলিয়াত্বের পরিণতিসহ সাধারণভাবে চুক্তিসমূহের, বা চুক্তিসমূহ নিশ্চিতকরণের নিয়ন্ত্রণ;

(ঢ) লেনদেন এবং সিকিউরিটি সম্পর্কিত অগ্রবর্তী ক্রয়-বিক্রয়, বদলা (badlas) এবং জের-টানা সংক্রান্ত সুবিধাদির নিয়ন্ত্রণ;

(ণ) বাজারদর প্রণয়ন ও প্রকাশের পন্থা, ক্রয়-বিক্রয়ের এককসমূহ ও ব্যবধানসমূহ নির্ধারণ এবং পৃথক পৃথক ও পরিমাণ অনুযায়ী উভয়ভাবে লেনদেনসমূহের প্রকাশ;

(ত) ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি কর্তৃক সিকিউরিটির লেনদেনের জন্য একটি নিকাশঘর (Clearing House) স্থাপন, মার্জিন ও সহায়ক জামানত (collateral) নির্ধারণ এবং ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট পদ্ধতি নির্ধারণ;

(থ) লেনদেন ও সিকিউরিটি সম্পর্কিত মনগড়া ও সংখ্যাভিত্তিক হিসাবসমূহ, শুন্য হস্তান্তর (Blank Transfer), শর্ট সেল, অপশন, বিজোড় লট (odd lot) এবং মার্জিনের নিয়ন্ত্রণ;

(দ) গ্রাহকের সিকিউরিটির ঋণদান ও দায়বন্ধন;

(ধ) সর্বনিম্ন কমিশন নির্ধারণসহ ব্রোকারেজ এবং অন্যান্য চার্জসমূহ নিয়ন্ত্রণ;

(ন) স্টক-ব্রোকার এবং স্টক-ডিলারের কার্যাবলি পৃথকীকরণ;

(প) সালিশ নিষ্পত্তিসহ দাবি বা বিবাদ ফয়সালা প্রক্রিয়া; এবং

(ফ) অন্য কোনো বিষয় যাহার জন্য কোনো প্রবিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন বা প্রণয়ন করা যাইতে পারে।

(৩) এই ধারার অধীন প্রণীত সকল প্রবিধানমালা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং উক্ত প্রকাশের পর উহা কার্যকর হইবে।

(৪) কমিশন কোনো কিছু করা সমীচীন মনে করিলে, লিখিত আদেশ দ্বারা, তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময় বা সর্বোচ্চ ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে, কোনো এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানিকে কোনো প্রবিধান প্রণয়ন, সংশোধন বা ইতোমধ্যে প্রণীত প্রবিধান রদ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) যদি কোনো এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোনো নির্দেশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিপালনে ব্যর্থ হয় বা অবহেলা করে, তবে কমিশন হইতে, যে প্রবিধান প্রণয়ন, সংশোধন বা বাতিল করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল, উহা পরিবর্তনসহ বা পরিবর্তন ব্যতিরেকে, প্রণয়ন বা সংশোধন করিতে পারিবে অথবা প্রণয়ন, সংশোধন বা রদ করিবার আদেশাধীন কোনো প্রবিধান রদ করিতে পারিবে; এবং কমিশন কর্তৃক এইরূপ প্রণীত, সংশোধিত বা রদকৃত কোনো প্রবিধান এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটল্‌মেন্ট কোম্পানি কর্তৃক এই ধারার বিধানাবলি অনুসরণ করিয়া প্রণয়ন, সংশোধন বা রদ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুরূপভাবে কার্যকর হইবে।

(৬) উপ-ধারা (১) হইতে উপ-ধারা (৫) এর অধীন প্রদত্ত সকল প্রবিধানমালা অনতিবিলম্বে কমিশন ও সরকারকে অবহিত করিতে হইবে।

৬০। **গ্রাহকের সম্পদ সংরক্ষণ ও দেউলিয়াত্বের আওতা বর্হির্ভুত সম্পদ, ইত্যাদি।**– (১) কোনো বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট গচ্ছিত অর্থ বা সিকিউরিটি বা আর্থিক সম্পদ পৃথকভাবে স্বতন্ত্র

হিসাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে, এবং গ্রাহকের গচ্ছিত অর্থ বা সিকিউরিটি বা আর্থিক সম্পদ উহার আর্থিক বিবরণীতে স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করিতে হইবে।

(২) উক্ত গচ্ছিত অর্থ বা সিকিউরিটি বা আর্থিক সম্পদ কোনোভাবে দায় যুক্ত করা যাইবে না, বা উহাকে জামানত রাখিয়া কোনো ঋণ বা অগ্রিম গ্রহণ করা যাইবে না, বা এরূপ কোনো দায় সৃষ্টিতে ব্যবহার করা যাইবে না যাহাতে বাজার মধ্যস্থতাকারী উহার নিজ স্বার্থে ব্যবহার করিতে পারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে কোনো গ্রাহক উক্ত বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া উহার কোনো গচ্ছিত অর্থ বা সিকিউরিটি বা আর্থিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ প্রদানপূর্বক কোনো মার্জিন ঋণ বা অন্য কোনোরূপ সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের সহিত সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে বাজার মধ্যস্থতাকারী দেউলিয়া (Bankrupt) ঘোষিত হইবার কারণে উহার নিকট গচ্ছিত অর্থ বা সিকিউরিটি বা আর্থিক সম্পদ বা অন্যান্য সম্পত্তি কোনো অবস্থাতেই বন্টনযোগ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হইবে না; বা ক্রোকের আওতাভুক্ত সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হইবে না; এবং একইসাথে উক্ত বাজার মধ্যস্থতাকারী যদি কোনো কোম্পানি হয় তবে উহার অবলুপ্তির ক্ষেত্রে বর্ণিত নগদ অর্থ, সিকিউরিটি বা অন্যান্য সম্পদ উক্ত কোম্পানির পরিসম্পদ হিসাবে গণ্য করা যাইবে না; বা পাওনাদারগণের দায়-দেনা পরিশোধের জন্যও ব্যবহার করা যাইবে না, যথা:-

(ক) ক্লিয়ারিং ও সেটল্‌মেন্ট এর উদ্দেশ্যে ক্লিয়ারিং ও সেটল্‌মেন্ট অংশগ্রহণকারী কর্তৃক সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি ও ডিপজিটরির নিকট গচ্ছিত অর্থ, সিকিউরিটি, মার্জিন বা জামানত (Guarantee) বা কোনো যোগ্য আর্থিক সম্পদ;

(খ) ডিপজিটরির নিকট গ্রাহকের হিসাবে গচ্ছিত সিকিউরিটি;

(গ) স্টক-ব্রোকার, স্টক-ডিলার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী, সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান বা কাস্টডিয়ান এর নিকট গ্রাহক কর্তৃক গচ্ছিত অর্থ বা সিকিউরিটি;

(ঘ) সিকিউরিটি ইস্যুর উদ্দেশ্যে কমিশনে নিবন্ধিত কোনো স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল (Special Purpose Vehicle) বা ট্রাষ্ট এর নিকট হস্তান্তরকৃত বা গচ্ছিত সম্পদ;

(ঙ) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোনো সেটল্‌মেন্ট গ্যারান্টি ফান্ড বা ইনভেস্টর প্রটেকশন ফান্ড এর সকল প্রকার সম্পদ;

(চ) সুকুকসহ ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক সিকিউরিটি বা অন্য কোনো ডেট সিকিউরিটির দায় পরিশোধের নিমিত্ত গঠিত বা রক্ষিত কোনো বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি বা তহবিল বা সম্পদ।

৬১। **কতিপয় ক্ষেত্রে কমিশনের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা**।– আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেইক্ষেত্রে কমিশন বিনিয়োগকারী বা সিকিউরিটিজ মার্কেটের স্বার্থে বা সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়নের জন্য করা প্রয়োজন বলিয়া সন্তুষ্ট হয়, সেইক্ষেত্রে ইহা, লিখিত আদেশ দ্বারা, কোনো এক্সচেঞ্জ, স্টক-ব্রোকার, স্টক-ডিলার, ইস্যুয়ার বা বিনিয়োগকারী বা সিকিউরিটিজ মার্কেটের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য যে-কোনো ব্যক্তিকে, উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত যে-কোনো নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৬২। **জটিলতা নিরসনের ক্ষমতা**।– (১) এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে কমিশন এর সাথে পরামর্শক্রমে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, আদেশ দ্বারা যে-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন কার্যকর হওয়ার ০৫ (পাঁচ) বছর পর এই ধারার অধীনে কোনো আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

(২) এই ধারার অধীন প্রদত্ত সকল আদেশ সরকার যতশীঘ্র সম্ভব জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করিবে।

৬৩। **সরকারের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা**।– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কমিশনকে কোনো নীতিগত বিষয়ে সময়ে সময়ে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং কমিশন উহা পালন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ নির্দেশ প্রদানের পূর্বে সরকার কমিশনকে তৎসম্পর্কে উহার মতামত প্রদান করিবার জন্য সুযোগ প্রদান করিবে।

৬৪। **Act XXIX of 1947, Ord. XVII of 1969 এবং ১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন এর অধীন দায় ও দায়িত্ব, ইত্যাদি**।-

কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বিধায়-

(ক) এই আইন ব্যতিত কোনো আইন বা কোনো চুক্তি, ইনস্ট্রুমেন্ট ও দলিলে কন্ট্রোলার অব ক্যাপিটাল ইস্যুজ এর উল্লেখ থাকিলে তাহা “কমিশন” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) Capital Issues (Continuance of Control) Act 1947, (XXIX of 1947), Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) অতঃপর উক্ত আইনত্রয় বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন সরকারের সকল দায় ও দায়িত্ব কমিশনের দায় ও দায়িত্ব হইবে;

(গ) উক্ত আইনত্রয়ের অধীন সরকার ও কমিশন কর্তৃক ও উহাদের সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি ও বিষয় কমিশনের সহিত সম্পাদিত চুক্তি ও বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) উক্ত আইনত্রয়ের অধীন সরকার ও কমিশন কর্তৃক বা উহাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা মোকদ্দমা এবং অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা কমিশন কর্তৃক বা কমিশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা মোকদ্দমা বা আইনগত ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) উক্ত আইনত্রয়ের বিধান অনুযায়ী কোনো কিছু সরকার ও কমিশনের নিকট অনিস্পন্ন থাকিলে উহা উক্ত আইনত্রয়ের বিধান অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক নিস্পন্ন হইবে।

৬৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।– (১) Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এতদ্বারা রহিত করা হইল;

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত Securities and Exchange Ordinance, 1969 এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর অধীন-

(ক) কৃত কোনো কাজ-কর্ম, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গৃহীত কোনো কার্যক্রম বা সূচিত কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে এইরূপভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে;

(গ) প্রণীত সকল বিধি বা প্রবিধান বা উপ-আইন বা প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশ বা জারীকৃত প্রজ্ঞাপন বা নীতিমালা বা প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি বা প্রদত্ত সুবিধাদি বা সম্পাদিত অন্য কোনো আইনগত দলিলাদি এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্য হওয়া সাপেক্ষে, বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(ঘ) কোনো মামলা বা আইনগত কার্যধারা কোনো আদালতে চলমান থাকিলে উহা এইরূপভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উক্ত Securities and Exchange Ordinance, 1969 এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ রহিত হয় নাই।

(৩) এই আইন প্রবর্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোনো স্টক এক্সচেঞ্জ কার্যরত থাকিলে, উহা এই আইনের অধীন নিবন্ধিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) Capital Issues (Continuance of Control) Act 1947, (XXIX of 1947) এর অধীন প্রদত্ত বা প্রদত্ত বলিয়া গণ্য সকল আদেশের কার্যকারিতা অব্যাহত থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৬। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ, ইত্যাদি**।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।